

# এইচ এস সি সমাজকর্ম

## অধ্যায়-৬: সমাজকর্মের পদ্ধতি

**প্রশ্ন ১** লীনা একটি মোটিভেশন সেন্টারে কাউন্সিলর হিসেবে সমাজকর্মীর ভূমিকায় কাজ করে। বৃপ্ত নামের একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। সে লীনার সাথে তার ব্যক্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে একান্তে আলাপ করে যাতে সমাধান ফলপ্রসূ হয়। লীনা একাই তার কর্মীয় নির্ধারণ করে এবং সমাধানের চেষ্টা করে।

জ. দি. সি. ব. মো. ১৮। গ্রন্থ নং ৪।

- ক. মূল্যবোধ কী? ১
- খ. আঞ্চনিয়ত্ব অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. কাউন্সিলর হিসেবে লীনার কাজটি পাঠ্যপুস্তকের যে পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার উপাদান বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটির সমস্যা সমাধানে আরো কিছু নীতি গ্রহণ করা আবশ্যিক— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ব** মানুষের আচার-আচরণের আদর্শ মান বা মানদণ্ডই হচ্ছে মূল্যবোধ।

**বি** আঞ্চনিয়ত্ব অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বাক্ষরতা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আঞ্চনিয়ত্বের সুযোগকে বোঝায়।

আঞ্চনিয়ত্ব অধিকার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ব্যক্তির আঞ্চনিকরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহু করে তোলে।

**বী** কাউন্সিলর হিসেবে লীনার কাজটি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। মূলত এ পদ্ধতির লক্ষ্য নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলা। এর ফলে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সৃষ্টি সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকে লীনা একটি মোটিভেশন সেন্টারে কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছে। বৃপ্ত নামের একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। লীনা তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সহায়তা দেয়। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা দেওয়া হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের ৫টি উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি এবং প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যে সমস্যাগ্রস্ত। আর নিজের ক্ষমতায় সে তার সমস্যা সমাধানে অক্ষম। সমস্যা ব্যক্তি সমাজকর্মের দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত এমন একটি অবস্থা যা সমাজে ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধিত সৃষ্টি করে। আর প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা হয়। পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া। কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। এখানে প্রক্রিয়া বলতে সমগ্র সমাধান ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। এ পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

**ব** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিটির সমস্যা সমাধানে লীনার গৃহীত নীতি ছাড়াও আরো কিছু নীতি গ্রহণ করা আবশ্যিক।

ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সার্বিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ কতগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। এসব নীতি হচ্ছে সমাজকর্মীর কাজের নির্দেশিকা। এগুলো ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়ে অনুসরণ করা হয়।

উদ্দীপকে বৃপ্ত নামের একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী লীনার কাছে আসে। একেতে তিনি গ্রহণ নীতির প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানে তিনি একাই তার কর্মীয় নির্ধারণ করেছেন। যা ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সমাজকর্মী লীনাকে আরও কতগুলো নীতি গ্রহণ করতে হতো। যেমন— ব্যক্তি সমাজকর্মে যোগাযোগ নীতি অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ নীতি একে অপরের ভূমিকা বুঝতে সহায়তা করে। এর ফলে সমস্যা সমাধান সহজ হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সমর্থ্য অনুযায়ী সমাধান প্রক্রিয়া গ্রহণে সাহায্য করে। আবার অংশগ্রহণ নীতি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সাহায্যার্থীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে যা সমস্যা সমাধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চনিয়ত্ব নীতির মাধ্যমে সমাজকর্মীর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সাহায্যার্থী নিজেই তার ভূমিকা ও কর্মীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি গোপন রাখা ও ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম একটি নীতি। কারণ সাহায্যার্থী তার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে সমাজকর্মীর কাছে সে তার গোপন কথা প্রকাশ করবে না। এছাড়া আবেগ, হিংসা, পক্ষপাতিত, পছন্দ-অপছন্দ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। একেতে আঞ্চনিকেন্দ্রীয় নীতি তাকে সহায়তা করবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে লীনার গৃহীত নীতি ছাড়াও উপরের উল্লিখিত নীতিগুলো গ্রহণ করা আবশ্যিক।

### প্রশ্ন ২

#### ১. ব্যক্তি



জ. লে. দি. বো. সি. লে. মো. ১৮। গ্রন্থ নং ৪।

ক. সমাজকর্মের অগ্রদৃষ্টিতা কাকে বলা হয়? ১

খ. সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার স্বরগুলো বর্ণনা করো। ৩

ঘ. চক্রটিতে একটি ছাড়া অন্যটি অচল— যথৰ্থতা বিচার করো। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ব** ম্যারি রিচমন্ডকে সমাজকর্মের অগ্রদৃষ্টিতা রলা হয়।

**বি** সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যার্থী।

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চাইলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

৭ উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে।  
ব্যক্তি সমাজকর্ম করতগুলো অপরিহার্য বিষয় নিয়ে আবর্তিত একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ৫টি। যথা— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া। ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল উপাদান হলো ব্যক্তি। পেশাগতভাবে এই ব্যক্তি হলো সাহায্যার্থী। ব্যক্তি সমাজকর্মের ছিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমস্যা। সমস্যা হচ্ছে সাধারণত সেসব প্রতিকূল পরিস্থিতি যা ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে বাধা সৃষ্টি করে। ব্যক্তি সমাজকর্মের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো স্থান বা প্রতিষ্ঠান; এখানে স্থান হলো সুসংগঠিত পেশাগত প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করে। চতুর্থ উপাদানটি হলো পেশাদার প্রতিনিধি। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল অনুশীলন করে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। ব্যক্তি সমাজকর্মের সর্বশেষ উপাদানটি হলো প্রক্রিয়া; সাহায্যার্থী এজেন্সিতে আসার পর থেকেই এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়া সমস্যার সমাধান, মূল্যায়ন ও অনুসরণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

উদ্দীপকে ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া এই পাঁচটি উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে যা ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানকে নির্দেশ করে।

৮ চতুর্থিতে উল্লিখিত ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলোর একটি ছাড়া অন্যটি অচল— উকিটি যথার্থ।

সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্ম ৫টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলোর কোনো একটি ছাড়া সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে না। উদ্দীপকের ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ব্যক্তি, সমস্যা, প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম উপাদান হলো সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সমাধান প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। তাই ব্যক্তি সমাজকর্মের জন্য সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি অপরিহার্য। আবার সাধারণ কোনো মানুষ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির উপাদান হতে পারে না। একেতে ঐ ব্যক্তির কোনো না কোনো সমস্যা থাকতে হবে। এখানে সমস্যা হচ্ছে এমন এক ধরনের অবস্থা যা ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে বাধা দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। এর সাহায্য ছাড়া সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে সহায়তা দিতে পারবে না। তাই ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। আবার ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া। কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া এ ৫টি উপাদানের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আবর্তিত হয়। এগুলোর কোনো একটি ছাড়া সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১৩ জিহান একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থাকাকালে একটি পোস্ট দেখলো। সেখানে বেসরকারি কিছু পেশাজীবী সংগঠন তাদের অবসরকালীন নিরাপত্তা চেয়েছেন। তারা বলেছেন, অবসরে গেলে তাদের জন্য পেনশন বা আর্থিক কোনো সুবিধা না থাকায় তারা অনেকেই মানবেতর জীবন-যাপন করেন। সুশীল সমাজের কিছু ব্যক্তিত্ব তাদের এই চাওয়াকে যৌক্তিক মনে করেছেন।

সি. বোঃ সি. বোঃ শ. বোঃ পি. বোঃ ১৮। গ্রন্থ নং ৮।

- ক. 'Administration' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১
- খ. 'POSDCORB' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে তার বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উপর্যুক্ত পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে আরো পদ্ধতির সাহায্য অপরিহার্য— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'Administration' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Administrare' থেকে এসেছে।

খ. মনীষী লুথার গুলিক (Luther Gulick) প্রশাসনের কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট বিষ্যাত POSDCORB সূত্রের উভাবন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলি এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন—  
P - Planning বা পরিকল্পনা;  
O - Organizing বা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা;  
S - Staffing বা কর্মী নিয়োগ;  
D - Direction বা পরিচালনা;  
Co - Coordination বা সমন্বয় সাধন;  
R - Reporting বা কার্যবিলোগী সংবর্ধণ করা;  
B - Budgeting বা ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ বা বাজেট প্রণয়ন।

প্রশাসনের উপর্যুক্ত কার্যাবলি বিশ্লেষণ করে সমাজকর্ম প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো চিহ্নিত করা যাব।

ঘ. উদ্দীপকে পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানের জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।  
সাধারণত দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সমস্যাগ্রন্থ দলকে বিভিন্ন পক্ষে বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করে। এটি সমাজকর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।  
দল সমাজকর্ম সামাজিক দল, দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান, দল সমাজকর্মী ও দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া এই চারটি উপাদান নিয়ে গঠিত। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটি কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে। এটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে দলের সমস্যা নির্ণয় করে তা সমাধানে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

ঘ. উদ্দীপকের জিসান একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি পোস্ট দেখে। সেখানে বেসরকারি কিছু পেশাজীবী সংগঠন তাদের অবসরকালীন নিরাপত্তা চেয়েছেন। অবসরে গেলে তাদের জন্য পেনশন বা আর্থিক কোনো সুবিধা না থাকায় তারা অনেকেই মানবেতর জীবন্যাপন করেন। এসব পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের দল সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

ঘ. বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির পাশপাশি অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য অপরিহার্য— বক্তব্যটি যথার্থ।

সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। কিন্তু বাস্তবে মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এ ধরনের বিভিন্ন সম্ভব নয়। কারণ সমাজকর্ম তার মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তির ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। কেননা ব্যক্তি দল ও সমষ্টির একক হিসেবে বিবেচিত। আবার ব্যক্তি অবশ্যই কোনো না কোনো দলের সদস্য। কাজেই ব্যক্তি যদি সমস্যাগ্রন্থ হয়ে নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় তবে তা দল ও সমষ্টিকে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ কারণে সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ করে। যেকোনো সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মে মনোসামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান এ তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। একেতে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে সমাজকর্মের তিনটি সহায়ক পদ্ধতি— সামাজিক গবেষণা, সামাজিক কার্যক্রম ও সামাজিক প্রশাসনের ওপর। এ থেকে বোঝা যায়, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিগুলো একে অপরের পরিপূরক।

উদ্দীপকের বেসরকারি পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু পেশাগত সংগঠনের সদস্যরা প্রত্যেকেই ব্যক্তি এবং তারা সমষ্টিরও অংশ। এজন্য তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে।  
আবার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকর সফলতা পেতে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলোও প্রয়োগ করতে হবে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, দল সমাজকর্ম পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগের জন্য সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪ বৃন্দ মা-বাবা, শ্রী সন্তান নিয়ে তাহসান সাহেবের সুব্রহ্মণ্য সংসার। সকালে সন্তানকে স্কুলে দিয়েই অফিসে চলে যান। অফিস শেষ করেই বাসায় ফিরে মা-বাবার ঘোঁজ নেন। তারপর পরিবারের সকলের সাথে আনন্দে মেটে উঠেন। কখনও কখনও সবাইকে নিয়ে বাইরে কোথাও আনন্দ ভ্রমণেও বের হন। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল।

চ. ব. গ. কু. ক্ল. ১৮/গ্রন্থ নং ৮/

- ক. সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি কোন ধরনের সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়? ১  
 খ. ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি কে? বুঝিয়ে লেখো। ২  
 গ. উদ্দীপকে যে ধরনের দলের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ৩  
 ঘ. “উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দলটির বন্ধন অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি।”— উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়।

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি নিজ ক্ষমতাবলে সমস্যা সমাধানে অক্ষম।

ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ. উদ্দীপকে প্রাথমিক দলের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

প্রাথমিক দল বলতে সেই দলকে বোঝানো হয় যার সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচিতি, অন্তরজাতা, যোগাযোগ বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের দলকে Face to face group বলা হয়। এদের মধ্যে ‘আমরা ভাব’ প্রকৃতি থাকে। পরিবার, খেলার সাথি এ দলের অন্যতম উদাহরণ। সমাজবিজ্ঞানী সি এইচ কুলি প্রাথমিক দলের কলগুলো বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন; যেমন— প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রাথমিক দল গড়ে উঠে। এসব দলের পরিধি বা সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকে। ব্যক্তিগত সারিধা এবং সাহচর্য লাভই এ ধরনের দলের প্রধান লক্ষ্য। প্রাথমিক দল আবেগনির্ভর দল। এ দলগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে। অনুষ্ঠানিক কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এ ধরনের দল গড়ে উঠে না। প্রাথমিক দলের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। এ দলে সদস্যদের আচরণে অনুষ্ঠানিকতা তেমন থাকে না।

উদ্দীপকে তাহসান সাহেবের পরিবারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তার পরিবারে বৃন্দ বাবা-মা, শ্রী, সন্তানের সাথে অন্তরজাতা বন্ধন এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিদ্যমান। পরিবার প্রাথমিক দলের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাহসান সাহেবের পরিবারকে প্রাথমিক দল এর অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. “উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দলটির অর্থাৎ প্রাথমিক দলের বন্ধন অন্যান্য দলগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি”— উক্তিটি সত্য।

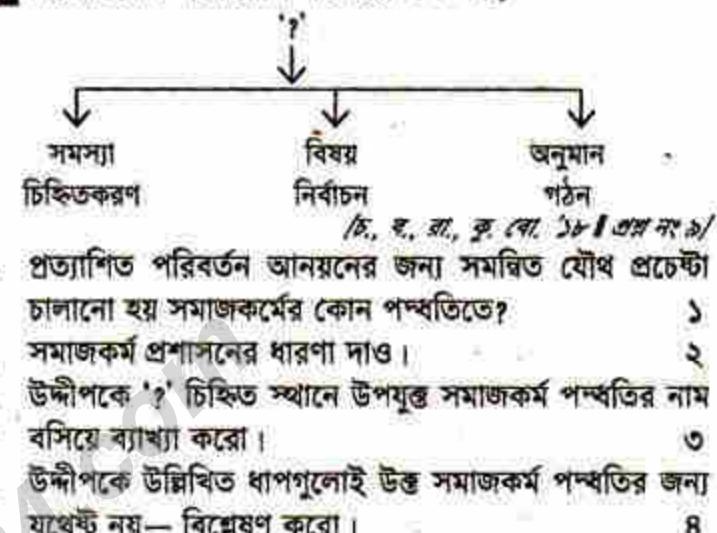
প্রাথমিক দল হলো সর্বজনীন। মানবসমাজের বিকাশের প্রতিটি স্তরে এ দলের অন্তিম পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক দলের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সম্পর্ক পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ ও মুখোমুখি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় এ ধরনের দলে বন্ধন তুলনামূলক বেশি থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত তাহসান সাহেবের পরিবারে রয়েছে বৃন্দ বাবা-মা, শ্রী, সন্তান। তিনি প্রতিদিন তার সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আসেন। অফিস থেকে বাসায় ফিরে বাবা-মার ঘোঁজ-ঘৰের নেন। এরপর পরিবারের সবাইকে নিয়ে আনন্দে মেটে উঠেন। ছুটির দিনগুলোতে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যান। তার পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি খুবই

সহানুভূতিশীল। প্রাথমিক দল হওয়ার কারণে তার পরিবারে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল এবং একে অপরের সাহায্য ছাড়া তার চলতে পারে না। তারা মেঝে, মাঝা-মঘতাৰ বন্ধনে আবন্ধ থাকে। প্রাথমিক ছাড়া অন্য দল যেমন মাধ্যমিক দলের সদস্যরা পরোক্ষ পরিচয়ে আবন্ধ হয়। এতে তাদের সম্পর্ক শিথিল থাকে। আবার বহিঃদলের সদস্যরা অপরের প্রতি উদাসীন থাকে। এছাড়া অনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মধ্যেও বিভিন্ন কারণে দুর্বল সম্পর্ক থাকে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাথমিক দলের সদস্যরা প্রত্যক্ষ ও অন্তরজাত সম্পর্কে আবন্ধ থাকে। তাই অন্যান্য দলের তুলনায় এ দলের বন্ধন অপেক্ষাকৃত বেশি।

প্রশ্ন ▶ ৫ নিচের ছক্টি মনোযোগ সহকারে লক্ষ কর:



#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা চালানো হয় সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতিতে।

খ. সমাজকর্ম প্রশাসন বলতে সামাজিক নীতি এবং প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তর করে তার মূল্যায়ন, সংশোধন ও পরিমার্জন করার সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি। সমাজকর্ম প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করা। এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিচালক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

গ. উদ্দীপকে ‘?’ চিহ্নিত স্থানে ‘সমাজকর্ম গবেষণা’ বসবে।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সমাজের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রগত। এ ধরনের গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্মী সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কারণ, প্রকৃতি, প্রভাব প্রভৃতি নির্ণয় করেন। পরবর্তী সময়ে এ সব তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সমাজকর্মের ক্ষেত্রে সৃষ্টি সমস্যাবলির সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। যার লক্ষ্যে সমাজকর্ম সমস্যার সমাধান নির্ণয়, সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণার প্রসার ঘটান। সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞান মানব কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম গবেষণা একটি ফলিত গবেষণা। এ গবেষণা বাস্তবে কোনো সমস্যা সমাধান বা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ ধরনের গবেষণা শুধু জ্ঞানলাভের জন্য পরিচালিত হয় না। সমস্যা অনুধাবন ও তা মোকাবিলা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের ছক্টে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিষয় নির্বাচন এবং অনুমান গঠন এ বিষয় তিনটি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সমাজকর্ম গবেষণা ধাপের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ছক্টি সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে।

৭ উদ্বীপক উল্লেখিত ধাপগুলো সমাজকর্ম গবেষণার জন্য যথেষ্ট নয়— আমি এ বন্ধবের সাথে একমত।

সমাজকর্ম গবেষণা মূলত কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মসূচি। একেতে পরম্পর সম্পর্কযুক্ত কর্তগুলো ধাপ অভিক্রম করে গবেষণা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

সমাজকর্ম গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিতকরণ। এ ধাপে একজন সমাজকর্মী গবেষকের কাজ হলো গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন করা। সমস্যা চিহ্নিতকরণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে বিষয় নির্বাচন। এ ধাপে সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে গবেষণার জন্য একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হলো প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা। এ পর্যায়ে গবেষককে তার গবেষণা বিষয়ের ওপর যথেষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এরপর গবেষক তার গবেষণাধীন বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এই অনুমিত সিদ্ধান্তটি গবেষকের সমগ্র অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। অনুকরণ গঠনের পরবর্তী ধাপ হলো গবেষণার নকশা গ্রহণ। এ ধাপে সমস্যা সম্পর্কে তথ্যাবলি সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী ধাপে গবেষককে গবেষণা নকশা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এরপর তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ধাপে সংগৃহীত তথ্যকে কোড়ি, শ্রেণিবস্ত্র ও সারণিবস্ত্র করা হয়। এরপর আসে তথ্য বিশ্লেষণ ধাপ। এখানে গবেষক গবেষণা অনুমানের সত্যতা যাচাই করেন। এরপর তথ্য মূল্যায়ন ধাপে গবেষক একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সর্বশেষ ধাপে গবেষণা ফলাফল প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু উদ্বীপকে মাত্র তিনটি ধাপ নির্দেশিত হয়েছে।

সার্বিক আলোচনার প্রক্রিয়ে বলা যায়, সমাজকর্ম গবেষণায় উদ্বীপকে উল্লেখিত ধাপগুলো সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়।

৪.৪.৫ মি. বার্কার একজন সমাজকর্মী। তিনি তাঁর কাছে আগত সাহায্য প্রার্থীদের কখনও রেস্টুরেন্টে, কখনও তাঁর বাড়িতে, কখনও বাজারে সাক্ষাত করতে বলেন। এতে সাহায্যপ্রার্থীরা বিরক্ত হয়ে সাক্ষাত করতে আসে না। /চ. বো, মি. বো, কু. বো, চ. বো, শ. বো, মি. বো । ১৭। গ্রন্থ নং ৭: শহুর মধ্যম কলেজ, রাজশাহী। গ্রন্থ নং ৭।

- ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? ১
- খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মি. বার্কারের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন উপাদানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকের মি. বার্কারের ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৬নং প্রশ্নের উত্তর

১. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি, যথা- সমাজকর্ম প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম, ও সমাজকর্ম গবেষণা।

২. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়। পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে।

৩. উদ্বীপকের বার্কারের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান স্থান বা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে।

স্থান বলতে এক ধরনের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। সেখানে সমাজকর্মীরা সাহায্যার্থীকে তার সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্থাগত সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো সংগঠিত ও পেশাভিত্তিক কাজের জন্যই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্বীপকের ঘটনায় ব্যক্তি সমাজকর্মের এ উপাদানটির কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটেছে।

৪. উদ্বীপকের মি. বার্কার একজন পেশাদার সমাজকর্মী হলেও তিনি পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেননি। দেখা যায়, মি. বার্কার তাঁর কাছে আসা সাহায্যার্থীদের একেক সময় একেক জায়গায় সাক্ষাৎ করতে বলেন। স্বাভাবিকভাবেই সাহায্যার্থীরা এতে তাঁর ওপর বিরক্ত হয়। মি. বার্কারের উচিত ছিল, একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থাৎ কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট স্থানে সাহায্যার্থীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। স্থান বা প্রতিষ্ঠান উপাদানের মাধ্যমে সমাজকর্মের গোপনীয়তার নীতি রক্ষিত হয় এবং সমাজকর্মী ও সেবাগ্রহীয়তাদের মধ্যে পেশাদার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মি. বার্কার ব্যক্তি সমাজকর্মের স্থান বা প্রতিষ্ঠান উপাদানটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫. একজন সমাজকর্মী হিসেবে উদ্বীপকের মি. বার্কার পেশাদারিত্ব রক্ষা না করায় তাঁর ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক (Rapport) স্থাপনে সহায়ক নয়।

৬. ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির কেন্দ্রেই থাকে ব্যক্তির সমস্যার সমাধানের বিষয়টি। আর এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক। এখানে সমাজকর্মী একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তাঁর আচরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

উদ্বীপকের ঘটনায় দেখা যায়, মি. বার্কার একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে সাহায্যার্থীদের আস্থা বা বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফলপ্রসূ সাক্ষাৎকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথবা মি. বার্কার তাঁর কাছে আসা সাহায্যার্থীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে দেখা করতে বলেন। একেতে মি. বার্কারের কর্মকাণ্ডে সাহায্যার্থীরা বিরক্ত এবং তাঁরা তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। কিন্তু তিনি যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হাতেন এবং সাহায্যার্থীদের সাথে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতেন তাহলে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতো না। সাহায্যার্থীদের সাথে সফল পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারতেন। একেতে তিনি পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৭. সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, সাহায্যার্থীদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে মি. বার্কার আরও আন্তরিক হলে তাঁর ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হবে।

৮. বিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলায় “আস্থাভ্যার হার অনেক বেশি” বলে প্রচলিত আছে। আস্থাভ্যার হার সত্যিই বেশি কিনা জানার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ডঃ জিল্লার রহমান স্যার কিছু শিক্ষার্থীকে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আস্থাভ্যাকারীর সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, কারণ, প্রেক্ষাপট, জীবিকা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাসহ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাচাই এর মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি ও সুপারিশ করা।

গ্রন্থ নং ৭। গ্রন্থ নং ৭।

- ক. সামাজিক কার্যক্রম কী? ১
- খ. সমাজকর্ম বাস্তবায়নের জন্যে কেন সমাজকর্ম প্রশাসনের প্রয়োজন হয়? ২
- গ. উদ্বীপকে ডঃ জিল্লার রহমান স্যারের কাজটি সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য উদ্বীপকে কি কোনো ধাপ অনুসরণ করেছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

১. সামাজিক কার্যক্রম হলো পরিকল্পিত ও সংগঠিত উপায়ে সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

১. সমাজকর্ম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্ম প্রশাসনের প্রয়োজন হয়।

সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান; চাহিদা ও মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্ম প্রশাসন ছাড়া বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তেমন একটা গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই সক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সমাজকর্ম প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. উদ্দীপকে ড. জিন্দুর রহমানের কাজ সামাজিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত যা সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি।

যখন কোনো সামাজিক বিষয় বা ঘটনার উপর গবেষণা চালানো হয় তখন তাকে সামাজিক গবেষণা বলে। সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, আচরণ বা সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনির্ণয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক গবেষণা একটি সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। উদ্দীপকে এ ধরনের গবেষণারই ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকের কিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় আঘাত্যার হার প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সত্যিই বেশি কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন ড. জিন্দুর রহমান। এখানে আঘাত্যার ঘটনা একটি সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে বস্তুনির্ণয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে ড. জিন্দুর রহমান তার কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে কাজ করছেন। তাদের উদ্দেশ্য আঘাত্যাকারীর সংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, কারণ, প্রেক্ষাপট, জীবিকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাচাইয়ের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। এ কাজের ধরন ও প্রকৃতি সামাজিক গবেষণা কার্যক্রমকেই নির্দেশ করে।

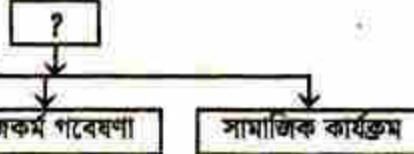
৩. হ্যাঁ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের জন্য উদ্দীপকের ঘটনায় সামাজিক গবেষণার ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণা যখন কোন সামাজিক সমস্যা বা ঘটনার উপর পরিচালিত হয় তখন সেটি সামাজিক গবেষণা। এ গবেষণাকর্মের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে রয়েছে সমস্যা নির্বাচন, অনুকরণ গঠন, নকশা বা পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য সংগৃত বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি।

উদ্দীপকেও গবেষক দল প্রথমেই একটি সমস্যা নির্বাচন করেছেন। এ সমস্যার ভিত্তিতে তাদেরকে গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত বা অনুকরণ দাঁড় করাতে হয়েছে। এর পরবর্তী ধাপে গবেষণাটি কীভাবে সম্পাদিত হবে সে বিষয়ে একটি নকশা বা পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়েছে। সে পরিকল্পনা অনুযায়ীই প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ বা যাচাই-বাচাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ণ করা হয়। গবেষণার ফলাফল পাওয়া গেলে গবেষক তার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা পেশ করেন। উদ্দীপকের গবেষক দলকে পর্যায়ক্রমে এর সকল ধাপই অনুসরণ করতে হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক গবেষণা পরিচালনার জন্য উল্লিখিত ধাপগুলো মেনে চলা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ► ৮. নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:-



প্রশ্ন নং ১০/ প্রয়োজনীয় সমাধানের পদ্ধতি

- ক. সমষ্টি উন্নয়ন কী? ১
- খ. গ্রহণ নীতি বলতে কী বোঝা? ২
- গ. উদ্দীপকে ‘?’ চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের যে ধরনের পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত পদ্ধতি সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ করো। ৪

## ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

১. সমষ্টি উন্নয়ন হলো সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের পদ্ধতি।

২. গ্রহণ নীতি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মে একজন সমাজকর্মী কর্তৃক সাহায্যার্থীকে আন্তরিকতার সাথে প্রহণের নীতিকে বোঝায়।

সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে কীভাবে গ্রহণ করবে সমস্যা সমাধান তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ সমাজকর্মী যদি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ না করে তবে তার প্রতি সাহায্যার্থীর বিবৃত মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাহায্যার্থী যে শ্রেণিরই হোক না কেন তাকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। এটাই গ্রহণ নীতির মূলকথা।

৩. উদ্দীপকে ‘?’ চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে বাস্তব ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে গ্রয়োগ এবং সক্ষ্যার্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে তাকে সহায়ক পদ্ধতি বলে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলো হলো—সমাজকর্ম প্রশাসন, সমাজকর্ম গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম। এই শ্রেণিবিভাগটিই উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

সমাজকর্ম প্রশাসন পদ্ধতিটি সমাজকর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সমাজকর্মের এমন একটি কৌশল ও প্রক্রিয়া যা সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় পরিণত করে এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রয়োজন করে। আর সমাজকর্ম গবেষণা এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান যার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে যথার্থ এবং সুসংহত করে তোলা হয়। এই পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে বাস্তবমূল্যী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির তৃতীয়টি হলো সামাজিক কার্যক্রম। সমাজব্যবস্থায় যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত অবস্থা বিরাজ করে তা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত ও বাস্তিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সামাজিক কার্যক্রম। উদ্দীপকে ছকের মাধ্যমে এ তিনটি পদ্ধতিটি উপস্থাপিত হয়েছে।

৪. উক্ত পদ্ধতি অর্থাৎ সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

সমাজকর্ম পদ্ধতি মৌলিক ও সহায়ক এ দুটি অংশে বিভক্ত। পৃথক পৃথক ভাবে এ পদ্ধতিগুলো আলোচিত হলেও এগুলো পরস্পর অবিছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজকর্মে কোনো সমস্যার সমাধানে এই দুই শ্রেণির পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়। অর্থাৎ কেবল মৌলিক বা কেবল সহায়ক পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে শতভাগ কার্যকর নয়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। এটি মূলত সমস্যাগ্রন্থ বাস্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে কাজ করে। এ প্রক্ষিতেই সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর উত্তর ও বিকাশ ঘটেছে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম এ তিনটি পদ্ধতি সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেকোনো সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে এই তিনটির মধ্য থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। তবে এগুলোর পাশাপাশি সহায়ক পদ্ধতিরও প্রয়োজন আছে। সহায়ক পদ্ধতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক পদ্ধতি বাস্তবায়নের উপায় বা প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। আর এ দুই ধরনের পদ্ধতির সমন্বয়েই সমাজকর্মের আওতাধীন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সুলভ যে, সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির সমন্বয়েই যেকোনো সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব।

**প্রশ্ন ৯** লক্ষ্মীপুর গ্রামের বেশিরভাগ জনগণ অসচেতন, অসংগঠিত ও দারিদ্র্য। গ্রামের একজন উচ্চশিক্ষিত যুবক আসির গ্রামের কয়েকজন যুবককে একত্রিত করে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন এবং সদস্যদের চাঁদা, অনুদান, সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য নিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম প্রভৃতি কর্মসূচি চালু করেন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও স্বাবলম্বী করতে প্রচেষ্টা চালান।

সর্কার মোত্ত ১৬। প্রশ্ন নং ৭।

- ক. দল সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১
- খ. সমষ্টি সংগঠন কী? ২
- গ. উদ্দীপকে আসির কোন সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে লক্ষ্মীপুর গ্রামের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে আসিরের অনুসৃত পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা যায়? আলোচনা করো। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দল সমাজকর্মের উপাদান ৪টি, যথা- দল; দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান; দল সমাজকর্মী ও দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

**খ** সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের পদ্ধতি। সমষ্টি সংগঠন সমাজকর্মের এমন একটি অনুশীলন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো এলাকার জনগণ বা দলীয় প্রতিনিধির যৌথ প্রচেষ্টায় সমষ্টির সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো পূরণের উপায় সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ। সাধারণত উন্নত দেশের কিংবা উন্নয়নশীল দেশের উন্নত সমষ্টিতে সৃষ্টি সমস্যার সমাধানে এ প্রক্রিয়া কাজে লাগানো হয়।

**গ** উদ্দীপকে সমাজকর্মী আসির দল সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে লক্ষ্মীপুর গ্রামের উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

সমাজকর্মের যে পদ্ধতি অনুসারে কোনো দলের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের লক্ষ্য কাজ করা হয়, তাকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে দলের সমস্যা চিহ্নিত এবং এর কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ্মীপুর গ্রামের জনগণ অশিক্ষা, অসচেতনতা ও দারিদ্র্যের মতো সমস্যায় জড়িত। এ প্রেক্ষিতে আসির গ্রামের কয়েকজন যুবককে একত্রিত করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি একটি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সহায়তা করার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা পদ্ধতির সাথে দল সমাজকর্মের মিল পাওয়া যায়। কারণ এ পদ্ধতিতে দলের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়। এজন্য দল সমাজকর্মী কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তিনি দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দেন। এর ফলে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। উদ্দীপকের আসিরের ভূমিকাও দল সমাজকর্মীরই অনুরূপ। তার কর্মকাণ্ডে দল সমাজকর্মেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে আসিরের অনুসৃত দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

বাংলাদেশের গ্রাম্যলো দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অভ্যর্থনা, একতার অভাব ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত নয়। এ প্রেক্ষিতে তাদের সমস্যার সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি উদ্দীপকের মতো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দল সমাজকর্ম পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও ধাপ রয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সেই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও ধাপই অনুসরণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমেই সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে হবে। যেমন-গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর

সমস্যাগুলো মূলত শিক্ষার অভাব ও অসচেতনতার কারণেই সৃষ্টি হয়। এরপর সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রভাব কী ধরনের হতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর সামাজিক সমস্যাসমূহ নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে। এভাবে সমস্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। উদ্দীপকের আসির - এর কর্মপন্থতি একজন দল সমাজকর্মীর জন্য আদর্শ হতে পারে। সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এক্যবন্ধ এবং আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে উন্নত করে তুলতে একজন সমাজকর্মী আসিরের মতোই কাজ করতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ সফলতা বয়ে আনতে পারে।

**প্রশ্ন ১০** ১৬ বছরের মেয়ে টুপুর নাচ-গান করতে গিয়ে সজাদোমে মাদকাস্তু হয়ে পড়েন। ১৯ বছর বয়সে বিয়ে দেওয়ার পরও সে মাদক ছাড়েনি। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য মা-বাবাকে ও তার স্বামীকে নির্যাতন করে। তার মা-বাবা ও স্বামী তাকে একটি পেশাদার মাদক নিরাময় কেলে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখানে একজন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং থেকে টুপুর চিকিৎসা নিছে। সমাজকর্মী টুপুরকে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করছেন।

সর্কার মোত্ত ১৬। প্রশ্ন নং ৮। বালকজন আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, পুরনা। প্রশ্ন নং ৬।

- ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? ১
- খ. সমাজকর্ম পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. টুপুরের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করবেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী কোন মৌলিক পদ্ধতিটি কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করে টুপুরের সমস্যার সমাধান দিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিটি।

**খ** সমাজকর্ম পদ্ধতি (Social Work Method) বলতে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে অনুশীলনের বাহনকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা (Helping Profession)। পেশাদার সমাজকর্মে যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও নীতিমালা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়, সেসব সৃষ্টিক্ষেত্র কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম পদ্ধতি।

**গ** টুপুরের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে সহায়তা করা হয়, যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা পুনরুন্মানে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সম্ভব এবং তাকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।

উদ্দীপকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার দৃষ্টিতে উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যায়, মাদকাস্তু নুপুরকে তার এ সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য তাকে একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করেছেন। তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যবহার করে টুপুরকে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে মাদকাস্তু থেকে মুক্তি পেতে হলো প্রচুর মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীর (Client) সঠিক নির্দেশনা, সহায়তা ও মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে সাহায্যার্থীকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে সে সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে। উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসারেই টুপুরের সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।

ব) উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অবলম্বন করে টুপুরের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত কার্যপ্রণালিকে বোঝায়। এই নিদিষ্ট কার্যপ্রণালি অনুসরণের মাধ্যমেই সমস্যার সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব, যা উদ্দীপকের টুপুরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

টুপুরের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে প্রথমেই তার সমস্যা সংঘর্ষে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যে প্রক্রিয়াকে মনো-সামাজিক অনুধ্যান বলে। এরপর তিনি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে টুপুরকে মানসিকভাবে সাহস ও প্রেরণা দান করবেন। এর ফলে তার মধ্যে সাময়িক ব্যক্তি ফিরে আসবে। সমাজকর্মীর পরবর্তী কাজ হবে টুপুরের সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয় করা। এটি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলার উপায় নিরূপণ করা সমাজকর্মীর জন্য সহজ হবে। সমস্যা নির্ণয়ের পর তিনি টুপুরের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমর্দনমূলক পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। তবে সমস্যা সমাধানের পর গৃহীত ব্যবস্থার সফলতা ও বিফলতা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এর সাথে সমাজকর্মীকে টুপুরের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া নির্বিভূতভাবে পর্যবেক্ষণ বা অনুসরণ করতে হবে। সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সমাজকর্মী টুপুরের সমস্যার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটাবেন।

সুতরাং উদ্দীপকের সমাজকর্মী সাহায্যার্থী টুপুরের জন্য উপরে আলোচিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

**প্রশ্ন ১১** “কুল নেবেন স্যার ফুল” এমন সংগঠন উচ্চারণকারী অনেক শিশু-কিশোরদের ঢাকার রাস্তায় প্রতিনিয়ত দেখা যায়। এসব শিশু-কিশোরদের আবার অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা ব্যবহার করছে নানা ধরনের অপরাধ সংঘটনে। শিশু কল্যাণের কাজে জড়িত একটি NGO এসব ভাসমান শিশুদের উন্ধার করে তাদেরকে সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে। বেশকিছু সমাজকর্মী তাদের সংশোধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

জাইজিল সুল এচ কলেজ, মাজিলি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮।

ক. সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি কোন ধরনের সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়? ১

খ. গোপনীয়তা নীতির তাৎপর্য লেখো। ২

গ. সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব শিশু-কিশোরদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব? অন্যান্য পদ্ধতি থেকে এটি কিভাবে আলাদা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়—বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শহরাঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়।

খ) গোপনীয়তার নীতি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, সেবাপ্রার্থী সমস্যা সমাধানের স্বার্থে সমস্যার সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তথ্য গোপন করার নিশ্চয়তা ছাড়া সার্বিক তথ্য সেবাপ্রার্থী দিতে চায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে এ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম। রিডায়েল, পেশাগত সম্পর্ক (Rapport) স্থাপনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তার বিষয়টি সুনিচিত করা জরুরি। এজেন্সি এবং সমাজকর্ম পেশার স্বার্থে সেবাপ্রার্থীদি গোপন ও সংরক্ষণ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ) সমাজকর্মের দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব শিশু-কিশোরদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম নিদিষ্ট ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা হয় যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে।

আর সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণের অনুভূতি চাহিদা, সম্পদ, সামর্থ্য, সমস্যা ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সমষ্টির চাহিদা প্রৱণ ও উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সত্ত্বেজনক জীবনযাপনের নিচয়তা বিধানের জন্য সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলো থেকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি আলাদা। কেননা দল সমাজকর্ম একটি নিদিষ্ট দলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা সুসম্পর্ক, সংহতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলীয় সমস্যার মধ্যে শৃঙ্খলা সুসম্পর্ক, সংহতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলীয় সমস্যার মধ্যে শৃঙ্খলা সহায়তা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকার রাস্তায় শিশু-কিশোররা ফুল বিক্রি করে আবার অনেক সময় ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা তাদের দিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করায়। দল সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে এসব শিশুদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর দল সমাজকর্মের সাথে অন্যান্য পদ্ধতির উপরোক্ষিত পার্থক্য রয়েছে।

ক) বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতির অর্থাৎ দল সমাজকর্মের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য, পেশাগত মূল্যবোধ অনুসরণ করে দলগত পর্যায়ে সমস্যার সমাধান এবং দলীয় উন্নয়নে দেবাদান প্রক্রিয়াকে দল সমাজকর্ম বলা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা ও উন্নয়নে দলীয় প্রচেষ্টা হিসেবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের মতো স্বরূপৰ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম বাধা হলো অদৃশ জনশক্তি। দল সমাজকর্ম পদ্ধতিতে এ জনশক্তিকে পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিষ্ঠিত করা হচ্ছে। আবার এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে যেসব সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচি চালু আছে সেসব ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে কৃষির উন্নয়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হাস-মুরগির খামার, মৎস্য চাষ, দুর্ঘ উৎপাদন, পশুপালন, সমবায়ের ভিত্তিতে চামাবাদ প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপরাধ মোকাবিলা ও অপরাধীদের পুনর্বাসনেও দল সমাজকর্ম এ দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে যেমন নারী উন্নয়ন, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অনেক শিশু-কিশোর ঢাকার রাস্তায় ফুল বিক্রি করে। আবার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে যুক্ত করে। এসব শিশুদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। বর্তমানে বাংলাদেশের উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

**প্রশ্ন ১২** জনাব ফারহান পড়াশোনা শেষ করে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কেয়ার'-এ মাঠসংগঠক হিসেবে নিয়োগ পান। তার কর্ম এলাকা ঢাকার মানিকনগর বন্ডি। সেখানে তিনি উপার্জনহীন গৃহিণীদের নিয়ে ১৫-২০ জনের ডিম ডিম দল তৈরি করেন। তাদের চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কর্মসূচি নির্ধারণ ও সমস্যাদের নিয়ে গৃহীত কর্মসূচি নিয়মিত মূল্যায়ন করেন। নটর ভেজ কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮।

ক. Social Diagnosis- গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকটি সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত পদ্ধতির যেসব উপাদানের উন্নেব রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) Social Diagnosis গ্রন্থটির লেখক ম্যারি রিচমন্ড।

ক. সমষ্টি উন্নয়ন হলো সামাজিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে যে পদ্ধতিটি বিশেষভাবে নিয়োজিত তা হলো সমষ্টি উন্নয়ন। উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং উন্নত দেশের অনুমত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ. উদ্দীপকে জনাব ফারহান দল সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য প্রয়োগ করে মানিকনগর বন্ডির উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

যে পদ্ধতি অনুসারে কোনো দলের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হয়, তাকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে দলের সমস্যা চিহ্নিত এবং এর কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দীপকে মানিকনগর বন্ডি সমস্যায় জড়িত। এ প্রক্রিয়ে ফারহান বন্ডির উপার্জনহীন ১৫-২০ জন গৃহিণীকে একত্রিত করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি একেবারে তার অনুসরণ করা পদ্ধতির সাথে দল সমাজকর্মের মিল পাওয়া যায়। কারণ এ পদ্ধতিতে দলের সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়। এজন্য দল সমাজকর্মী (Group Worker) কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তিনি দলের সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দেন। এর ফলে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। উদ্দীপকের ফারহানের ভূমিকাও দল সমাজকর্মীরই অনুরূপ। তাই বলা যায়, তার কর্মকাণ্ডে দল সমাজকর্মীরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. উদ্দীপকে দল সমাজকর্মের বেশ কয়েকটি উপাদানের উন্নেখ আছে। এগুলো হলো— সামাজিক দল, দলীয় প্রতিষ্ঠান, দল সমাজকর্মী, দলীয় সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদা এবং দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া।

যেসব উপকরণ ও মৌল বিষয় নিয়ে দল সমাজকর্মের কাঠামো গঠিত হয় সেগুলোকে দল সমাজকর্মের উপকরণ বলা হয়। দল সমাজকর্মের প্রথম ও প্রধান উপাদান হলো সামাজিক দল। দলীয় সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদানুযায়ী দলীয় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে দল সমাজকর্মী কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফারহান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'কেয়ার'-এর মাঠসংগঠক। তিনি ঢাকার মানিকনগরের বন্ডির মানুষকে সংগঠিত করে দল তৈরির মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি পরিচালনা করেন। উদ্দীপকের উপার্জনহীন গৃহিণীদের ১৫-২০ জনের দল হলো সামাজিক দল। কারণ দলীয় সদস্যরা একে অন্যকে বুঝতে পারে, জানতে পারে এবং দলীয় কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে। উল্লিখিত সংস্থা 'কেয়ার' একটি দলীয় প্রতিষ্ঠান, যা ফারহানের মাধ্যমে বন্ডির দলটিকে সাহায্য বা সেবা দিচ্ছে। এটি দল সমাজকর্মের তৃতীয় উপাদান। ফারহান একজন সমাজকর্মী হিসাবে ভূমিকা পালন করছে, যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মী হিসেবে সমাজকর্মের উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া দল সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রক্রিয়া। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত দলের চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। উদ্দীপকে দল সমাজকর্মের এই উপাদানগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উপরে আলোচিত পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়েই দল সমাজকর্ম আবর্তিত ও পরিচালিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগ করে তার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি। নির্দেশনা মোতাবেক প্রথম দলটি সাভারের 'বারাকা' মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্রে, ছাতীয়টি আগার গাঁও-এর বৃক্ষনিবাসে, তৃতীয়টি টজীর কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে ও চতুর্থটি ঢাকার শিশু হাসপাতালে শিক্ষাসংস্করে যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ কৌশল পর্যবেক্ষণ করে তারা আলাদা আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করে।

নির্টো জেম কলেজ, ঢাকা। পৃষ্ঠা নং ১।

ক. সমষ্টি সমাজকর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ কী?

খ. সমষ্টির পদ্ধতির ধারণা দাও।

গ. উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের যেসব প্রয়োগক্ষেত্রের উন্নেখ

রয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এসব ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও।

১

২

৩

৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমষ্টি সমাজকর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ Community Social Work.

খ. সমাজকর্মের পদ্ধতি সমূহের সমন্বয়ে যে প্রয়োগিক পদ্ধতির ধারণা উদ্ভাবিত হয়, তা সমষ্টির পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার বাস্তবমূল্যী সমাধানের জন্য সমাজকর্মের পদ্ধতিকে মৌলিক ও সহায়ক দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়েছে। এ দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে বাস্তবের জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করা সহজ হয়। যেমন- একজন সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সহায়ক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গবেষণার জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে মৌলিক পদ্ধতিগুলোর সাথে সমন্বয় করা হলে সেটি সমষ্টির পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ. উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের মাদকাস্তি রোগীর সমস্যা সমাধান, প্রবীণকল্যাণ, সংশোধন কর্মসূচি, শিশুকল্যাণ ক্ষেত্রগুলোর উন্নেখ রয়েছে।

সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের কার্যক্রম ক্ষেত্রগুলো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তির সমস্যাকে প্রাথম্য দেওয়া হয়েছে। প্রয়োগক্ষেত্রে মধ্যে রয়েছে— মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্র, শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, সংশোধনাগার, সামাজিক সাহায্য প্রতিষ্ঠান, প্রবীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণে ও গবেষণা ইনসিটিউটের শিক্ষার্থীরা মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্র, বৃক্ষনিবাস, কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও শিশু হাসপাতাল সফর করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকসেবী ব্যক্তির সুস্থিতার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। প্রবীণ নিরাময় বৃক্ষনিবাসে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে অপরাধী ও কিশোর অপরাধী সংশোধনের পদ্ধতি হিসেবে প্রবেশন, আফটার সার্ভিস ও জাতীয় কিশোর-কিশোরী অপরাধ সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ হয়। উন্নত বা উন্নয়নশীল সব সমাজে শিশুদের লালন-পালন, সেবা-হস্ত, পুনবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের কার্যকর প্রয়োগ করা হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নেখিত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম ছাড়াও দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা সম্ভব।

দল সমাজকর্ম হলো দলকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি। উন্নত ও অনুন্নত সমাজব্যবস্থায় এ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি লক্ষ করা, যায়। শিশুর স্বাস্থ্য ও সামাজিকীকরণ, প্রবীণদের কল্যাণ সাধন, মাদকাস্তি দূরীকরণ, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ প্রভৃতিতে দল সমাজকর্মের প্রয়োগ হয়ে থাকে। আবার সমষ্টি সমাজকর্ম সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। সামাজিক সমস্যার সমাধান, সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিতে সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। শিশুকল্যাণ সেবা, প্রবীণকল্যাণ সেবা সহ অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ সম্ভব।

উদ্দীপকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা সমাজকর্মের কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র পরিদর্শন করেছে। এগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্মের পাশাপাশি ক্ষেত্রগুলো প্রয়োগ করে তার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি। যেমন- মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকসেবীদের ছেট ছেট দল করে মাদকের কুফল, প্রতিকার, প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য

দল সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। বৃন্থ নিরাস ও শিশু হসপাতালে সাহায্যার্থীদের ছোট ছেট দলে বিভক্ত করে সমস্যার কারণ, সমাধানে করণীয় প্রভৃতির মাধ্যমে দল সমাজকর্ম কাজ করতে পারে। আবার, বৃন্থদের মানসিক বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা সৃষ্টি, পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ সম্ভব। এছাড়া কিশোর অপরাধ কেন্দ্র কিশোরদের সংশোধনের জন্য দলীয় ও সমষ্টিগত উভয়ভাবে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উদ্বেগিত ক্ষেত্রগুলোতে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগ সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** মি. কামাল একজন সমাজকর্মী। তিনি তাঁর কাছে আগত সাহায্য প্রার্থীদের কথনও রেন্টেন্টে, কথনও তাঁর বাড়িতে, কথনও বাজারে সাক্ষাত করতে বলেন। এতে সাহায্যপ্রার্থীরা বিস্তৃত হয়ে সাক্ষাত করতে আসে না। *বিদ্যুৎ শাস্তি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৮।*

- |   |   |
|---|---|
| ক. সমাজকর্মের মূল পদ্ধতি কয়টি?   | ১ |
| খ. র্যাপো (Rapport) বলতে কী বোঝায়?   | ২ |
| গ. মি. কামালের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন উপাদানের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।  | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের মি. কামালের ভূমিকা পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক নয়-বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজকর্মের মূল পদ্ধতি ২টি।

খ. 'র্যাপো' বলতে সাধারণত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে তৈরি হওয়া পেশাগত সম্পর্ককে বোঝায়।

ব্যক্তির সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র্যাপো। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করতে শিয়ে তাকে পেশাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে তার আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সম্পর্কই হলো র্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক।

গ. সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** নিচের ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



*বিদ্যুৎ শাস্তি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৯।*

- |   |   |
|---|---|
| ক. সমষ্টি উন্নয়ন কী?   | ১ |
| খ. দল সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত পদ্ধতি সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে কি যথেষ্ট? বিশ্লেষণ কর।                         | ৪ |

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমষ্টি উন্নয়ন হলো সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের পদ্ধতি।

খ. দল সমাজকর্ম বলতে দলভুক্ত সকল সদস্যদের সাথে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিয়মতাত্ত্বিক ও পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়। দল সমাজকর্মের মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহকে চিহ্নিত করা হয়। ফলে সমস্যা মোকাবিলা এবং দলীয় সদস্যদের দক্ষ জনশক্তিকে বৃপ্তান্তের প্রক্রিয়া

সহজ হয়। একেতে সেবাকার্য গ্রহণ ও দলের উন্নয়নে কাজ করার জন্য এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ. সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ১৬** সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়নশীল দেশ 'ক' নতুন উদ্যোগের কথা ভাবছে। প্রথমেই তারা বস্তির সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী। এ সমস্যা সমাধানে তারা বস্তিগুলি ভেঙে নতুন বস্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বস্তির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার জন্য সমাজকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। *জারিমন্দির গড় পার্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০।*

ক. মৌলিক পদ্ধতি কী?

খ. র্যাপো বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকটির বর্ণিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র ও সফলতার ক্ষেত্র সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যে সকল পদ্ধতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোই মৌলিক পদ্ধতি।

ঘ. 'র্যাপো' বলতে সাধারণত সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে তৈরি হওয়া পেশাগত সম্পর্ককে বোঝায়।

ব্যক্তির সমস্যা সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র্যাপো। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তাকে পেশাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করে তার আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সম্পর্কই হলো র্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন করতে হবে।

দল সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি যেখানে দলীয় সদস্যদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে দলের সদস্যদের সক্ষম করে তোলা হয়। একেতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়।

গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে দলীয় সদস্যদের প্রত্যাশিত ও মজলিজনক লক্ষ্যজনে চেষ্টা করতে হবে। দলের মধ্যে সৃষ্টি ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দলীয় সদস্যদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ভূমিকা পালনে সহায়তা করতে হবে। দলীয় জীবনে গঠনমূলক ও পরিকল্পিত পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে দলীয় সদস্যদের সাহায্য করতে হবে। এরপর দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সেক্ষেত্রে সদস্যদের স্বত্ত্ব অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে তারা সঠিক সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতান্ত্রিক উপায়ে দলীয় ক্ষিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি সুপরিকল্পিত ও গঠনমূলক দলীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে দলীয় সদস্যদের উন্নয়ন ও সঠিক ভূমিকা পালনে সাহায্য করাই দল সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য।

ঘ. সমস্যাবহুল বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত সমবায় কার্যক্রমে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার হ্রাস করা সম্ভব। বাংলাদেশে অপরাধীদের সংশোধন ও

পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রবেশন এবং মুক্তিপ্রাপ্তি করেনি পুনর্বাসন কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয়। সেই সাথে পরিবার কল্যাণ ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করে সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। শিল্পায়ন ও শহরায়নের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হতে আগত মানুষের মধ্যে পারম্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও হাসপাতাল সমাজসেবা, চিকিৎসনোদান, প্রতিবেশী কেন্দ্র, শ্রমিক অসন্তোষ দূরীকরণ, শিশুকল্যাণ, জনসমষ্টি উন্নয়ন, কুস্তিশূল কার্যক্রম পরিচালনা, দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, আদর্শ ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

সামগ্রিক আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ১৬:** বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টজীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করে। এ কেন্দ্রে প্রায় ৪০০ জন কিশোর রয়েছে। মূলত সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিশোরদের এখানে রাখা হয়েছে। অপরাধ সংশোধনের মাধ্যমে কিশোরদের সমাজে পুনর্বাসন করাই এ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য। /বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।

প্রশ্ন নং ৮: সম্মুগ্ধ সরকারি কলেজ।

প্রশ্ন নং ৬:

য বর্ষোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নানা ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দল সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকার উন্নয়ন এবং তাদের ব্যক্তিগত দলীয় বা সমষ্টি সমস্যা অধিকরণ কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সহায়তা করে।

কৃষ্ণিনির্ভর হওয়া সঙ্গেও কৃষিক্ষেত্রে এদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এর কারণ কৃষকদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি। দল সমাজকর্ম কৃষকদেরকে দলীয়ভাবে সংগঠিত করে তাদের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাতেই অগুণিত বাস্তুহারা ও হিস্তিমূল জনগণ মানবেতের জীবনযাপন করে। এ ধরনের জনগণের পুনর্বাসনে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৭৪ জন লোক নিরক্ষর। যার কারণে জনগণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। জনগণকে দলীয়ভাবে সংগঠিত করে দল সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর করা যেতে পারে। বাংলাদেশের শহর ও গ্রাম সমষ্টির উন্নয়নে বর্তমানে যে সকল কর্মসূচি চালু রয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু বাস্তুবায়নে দল সমাজকর্ম বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ হচ্ছে মহিলা যারা সত্তান উৎপাদন, প্রতিপালন এবং গৃহকর্মেই আবদ্ধ থাকে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিতান্তই অপ্রতুল। মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন দল গঠন করে প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে উৎপাদনমূর্চ্ছী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে দল সমাজকর্ম ভূমিকা রাখতে পারে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে।

**প্রশ্ন ১৭:** মেজর খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে সেনা একটি টিম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সিয়েরালিওনে কাজ করছে। তারা সেখানকার অসহায় ও গরিব মানুষের নানারকম চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। তাদের পেশাগত দক্ষতা ও সততার কারণে সেখানকার জনগণ তাদেরকে খুব সহজে আপন করে নিতে পেরেছে।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।

প্রশ্ন নং ১:

ক. সমষ্টি সংগঠন কী?

খ. সমাজকর্ম গবেষণা বলতে কী বোঝা?

গ. উদ্বীগকের সমষ্টির সাহায্যার্থে কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বীগকের ন্যায় অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টি

সমাজকর্মের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

**প্রশ্ন ১৮:** সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টি কেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রতিয়া।

**প্রশ্ন ১৯:** সমাজকর্ম গবেষণা বলতে সাধারণত সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণাসমূহ প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও সাধারণীকরণের জন্য তথ্য সংগ্রহমূলক ধারাবাহিক অনুসন্ধানকে বোঝায়।

সমাজকর্ম গবেষণা পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি। মূলত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির তথ্য সমাজের বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রপাত হয়। এটি মূলত সমাজকর্ম ক্ষেত্রে সৃষ্টি বিভিন্ন প্রয় এবং সমস্যাবলি ক্ষয়ে সুশৃঙ্খল ও সৃজ্জ অনুসন্ধান পদ্ধতি।

**প্রশ্ন ২০:** উদ্বীগকের সমষ্টির সাহায্যার্থে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বর্ষোন্নত বা অনুন্নত দেশের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সমিলিত প্রচেষ্টাই হলো সমষ্টি উন্নয়ন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের নীতি ও কর্মকৌশল প্রয়োগ করা হয়। ফলে এই

এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সারিক জীবন মান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করা হয়। একই সাথে তাদেরকে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম করে তোলা হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মেজর খলিলুর রহমানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি টিম জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সিয়েরালিওনে কাজ করছে। সেখানে তারা অসহায় ও গরিব মানুষকে চিকিৎসা দেবা প্রদান করছে। এর পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করছে। সিয়েরালিওন একটি যুদ্ধবিধ্বন্ত অনুন্নত দেশ। দেশটিতে শান্তিরক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে শান্তিরক্ষা মিশন কাজ করছে। এক্ষেত্রে তারা সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করছে। কারণ এ পদ্ধতি অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োগ করা হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ প্রতিফলিত হয়েছে।

ম. উদ্দীপকের সিয়েরালিওনের মতো অনুন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য সমষ্টি সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, যা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ ধরন হলো সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও স্থানীয় সমাজের পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে অদৃশ্য জনসমষ্টি, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনসমষ্টি, অনুন্নত ও কুসংস্কারাত্মক চিকিৎসা ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনসমষ্টি প্রভৃতি নেতৃত্বাচক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ সকল সমস্যা সমাধান অসংগঠিত ও স্থানীয় অঞ্চলে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ সুবল বয়ে আনে।

উদ্দীপকের সিয়েরালিওনে অসহায় ও গরিব জনসমষ্টি, অনুন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, বুকিপূর্ণ পরিবেশ প্রভৃতি নানা সমস্যা বিদ্যমান। এ ধরনের সমস্যাগুলি অনুন্নত দেশের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির আশ্রয় নিলে উন্নয়ন ত্বরিত হতে পারে। এ পদ্ধতির প্রয়োগে দক্ষতাবিহীন, অসংগঠিত জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যায়। অনুন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, যৌথ খামারের উপকারিতা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব। দৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, সামাজিক শিক্ষা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, রোগ প্রতিরোধের কর্মসূচি গ্রহণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং পরিবেশ দৃষ্টি প্রভৃতি সম্পর্কে জনগণকে উন্নয়নকরণের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া এসব দেশে নগরায়াশের ফলে সৃষ্টি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অনুন্নত দেশসমূহের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টি সমাজকর্মের প্রয়োগ বিশেষভাবে কার্যকর।

প্রশ্ন ১৯. মি. AT তাঁর নির্ধারিত সমাজকর্ম ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বললেন—  
আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়টি Yellow Program এ দেখেছে। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যার্জনের সঙ্গে সংঘর্ষে যৌথ কার্যাবলি ও প্রচেষ্টাকে সমর্পিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করার একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল। এর রয়েছে সূত্রকেন্দ্রিক কিছু উপাদান যেগুলো আলোচ্য বিষয়ের কার্যাবলি হিসেবে এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। 'সেবাদানে' এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। /গঞ্জিপুর কল্টকাতা অসম/ প্রশ্ন নং ৮/

ক. সামাজিক কার্যক্রম হলো 'প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমর্পিত যৌথ প্রচেষ্টা'— উক্তিটি কার? ১

খ. গবেষণার প্রকারভেদ সিখ। ২

গ. উদ্দীপকের Yellow Program -এর নির্ধারিত বিষয়টি কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্তিপূর্ণ 'আলোচ্য বিষয়ে কার্যাবলি হিসেবে এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সেবাদানে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে'— তুমি কি একমত? পাঠ্যবইয়ের আজিগুলি মতামত দাও। ৪

ক. সামাজিক কার্যক্রম হলো প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সমর্পিত যৌথ প্রচেষ্টা— উক্তিটি আর্থির ভানহাম-এর।

খ. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা দুই প্রকার— ১. মৌলিক গবেষণা ২. ফলিত গবেষণা।

গ্রাহকীয় বা সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা হলো মৌলিক গবেষণা। অন্যদিকে কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধান বা গবেষণালক্ষ্য জানকে বাস্তব প্রয়োগ করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা।

ঘ. উদ্দীপকের Yellow Program-এর নির্ধারিত বিষয় ছিল প্রশাসন। সমাজকর্ম প্রশাসন হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি এমন একটি কলা যার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়। সর্বোপরি বলা যায়, প্রশাসন হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সংগ্রহিত যৌথ কৃষিক্ষেত্রে প্রশাসন করেছে। POSDCORB সূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলিকে বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঙ. উদ্দীপকে উক্তিপূর্ণ বিষয় হলো সমাজকর্ম প্রশাসন। লুঁথার গুলিকের সূত্রটির উপাদান কার্যাবলি হিসেবে এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে ব্যাং সেবাদান প্রক্রিয়ায় যার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সমাজকর্ম প্রশাসন হচ্ছে এমন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যার্জনের জন্য মানুষের কার্যাবলিকে নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা হয়। মনীষী লুঁথার গুলিক তার বিখ্যাত POSDCORB সূত্রের বিস্তৃতির মাধ্যমে প্রশাসনের কার্যাবলিকে উপস্থাপন করেছেন। সূত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রশাসনের কার্যাবলিক এক একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। এখানে P হলো Planning বা পরিকল্পনা; O হলো Organization বা সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা; S হলো Staffing বা কর্মী নিয়োগ; D হলো Direction বা পরিচালনা; Co হলো Coordination বা সমন্বয় সাধন; R হলো Reporting বা কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করা; এবং B হলো Budgeting বা বাজেট প্রণয়ন। এসব কৌশলগত উপাদানের সমন্বয়ে সামাজিক এজেন্সির প্রশাসন পরিচালিত হয়।

সমাজসেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন গণতান্ত্রিক উপায়ে যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি, কর্মচারীদের নির্দেশনা দান, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিকল্পনা মোতাবেক যাবতীয় কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করে। একটি প্রতিষ্ঠান আর্থিক দিক দিয়ে অক্ষম হলেও দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কারণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সহজে উপনীত হতে পারে। সমাজকর্ম প্রশাসন সমাজসেবা কার্যাবলির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের শক্তি, গতি ও দক্ষতা সরবরাহ করে। এভাবে সেবাদানে প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও এই বিষয়টি সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্ম প্রশাসনের POSDCORB সূত্রকেন্দ্রিক উপাদানগুলো প্রশাসনের কার্যাবলিকে বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সেবাদানে এর গুরুত্ব অনুরীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২০ নাদিম হায়দার একজন পেশাদার সমাজকর্মী। সে একটি পেশাগত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। তার কাছে একজন সাহায্যার্থী সমস্যা নিয়ে আসে সাহায্যের জন্য। নাদিম দেখতে পায় সাহায্যার্থীর সমস্যা একক ও ব্যক্তিগত। এজন্য নাদিম সাহায্যার্থীর সমস্যার ধরন অনুযায়ী সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে সাহায্য করে।

/সফিউল্লিস সরকার একজনের এক কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ১/

- ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? ১  
খ. ব্যক্তি সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো বিদ্যমান রয়েছে। কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৩  
ঘ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে নাদিমের অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি।

খ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের স্বীকৃত পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো একটি বিজ্ঞানসম্মত কৌশল বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যাতে ব্যক্তি তার সুপ্ত ক্ষমতার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে ওঠে। ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তিকে তার সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ. উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো বিদ্যমান রয়েছে—কথাটি যথার্থ।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি। এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা এবং সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পাঁচটি উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই পাঁচটি উপাদান হলো— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি। এই পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে সমাজকর্মী তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নাদিম পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেন। তার প্রতিষ্ঠানে সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীর আগমন ঘটে। সাহায্যার্থীর একক ও ব্যক্তিগত সমস্যার ধরন অনুযায়ী সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাহায্য করেন। নাদিমের কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি সমাজকর্মের পাঁচটি উপাদানই ফুটে উঠেছে। সাহায্যার্থী ব্যক্তির সমস্যা এবং তা সমাধানে নাদিমের পেশাদার সংগঠনে আসা সেই সাথে সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে নাদিমের মতো সমাজকর্মীর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলোর বিহিত্বাকাশ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো বিদ্যমান কথাটির যথার্থতা রয়েছে।

ঘ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে নাদিম পেশাদার সমাজকর্মীর অবস্থানে আছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি। এর মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা এবং সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম পাঁচটি উপাদানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই পাঁচটি উপাদান হলো— ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি। এই পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে সমাজকর্মী তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকের নাদিম মূলত পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। মূলত সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি যিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সক্ষম তিনিই পেশাদার প্রতিনিধি। ব্যক্তি সমাজকর্মে তার মাধ্যমেই যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। প্রতিষ্ঠানের একজন

প্রতিনিধি হিসেবে তিনি প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে ভূতী হন। পেশাদার প্রতিনিধিকে অবশ্যই সমদৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে, সেই সাথে তাদের সাহায্যার্থীর আঞ্চলিয়ত্বগুলোর অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হয়। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে উদ্দীপকের নাদিম একজন পেশাদার প্রতিনিধি।

প্রশ্ন ▶ ২১ উচিতপুর গ্রামে দিনের দিন যৌতুক ও নারী নির্ধারণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের জনগণ একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনটি এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য গ্রামে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শুরাক্ষপ করেন। আর এসব পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মদের এই সংগঠনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। /জনক মেল

কলেজ, মুরগাপুর। প্রশ্ন নং ৮/

ক. সমষ্টি সমাজকর্ম কী? ১

খ. সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পদ্ধতিটির নীতিমালা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্ম পদ্ধতিটির প্রয়োগক্ষেত্রগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

## ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমষ্টি সমাজকর্ম বলতে এমন এক পদ্ধতিকে বোঝায় যা সমষ্টির জনগণের সমস্যা দূর করে এবং তাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিস্থিতিতে উন্নীত করে।

ব. সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস সমাজকর্ম গবেষণা। সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য করে।

সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবামূলক কর্মসূচির মান ও কার্যকারিতা উন্নয়নে সাহায্য করে। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর যথার্থতা নিরূপণের মানদণ্ড হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। বিজ্ঞানসম্মত পেশাদার সমাজকর্মের উন্নয়নে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ. উদ্দীপকের যৌতুক ও নারী নির্ধারণ রোধকরে সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়, যার নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

সমষ্টি সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি। সাধারণত সমাজকর্মের সাধারণ নীতিমালার সাথে সংজ্ঞাত রেখে সমষ্টি সমাজকর্মের নীতিমালা গড়ে উঠেছে। আঞ্চলিয়ত্বাধিকার নীতি, অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক প্রয়োজন নীতি, পরিবর্তনশীল সাংগঠনিক কাঠামোদান নীতি, সমান সুযোগের নীতি, সমর্থয ও যোগাযোগ নীতি, সকলের অংশগ্রহণের নীতি, সামাজিক এক্য ও সহযোগিতার নীতি প্রভৃতি নীতিমালার ওপর সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এসব নীতির ওপর ভিত্তি করে সমাজকর্ম সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যৌতুক ও নারী নির্ধারণ রোধকরে উচিতপুর গ্রামের জনগণ একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যেখানে সমাজকর্মীদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত সমস্যাটি সমষ্টির। তাই একেতে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির নীতিমালা অনুসরণ করে সমাধান আনা সম্ভব। আঞ্চলিয়ত্বাধিকার নীতির মাধ্যমে সমষ্টির জনগণ নিজেরাই তাদের উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেটি উচিতপুর গ্রামের জনগণের উদ্দেশ্যে দেখা যায়। পরিবর্তনশীল সাংগঠনিক কাঠামোদান নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমষ্টি সমাজকর্ম সহজ ও নমনীয় হয়। আর সমান সুযোগ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। সমর্থয ও যোগাযোগ নীতির মাধ্যমে যথাক্রমে কার্যকর সংগঠনের সাথে সমর্থয এবং বাস্তবমূল্যী যোগাযোগ নিশ্চিত হয়। উন্নয়ন ও সেবামূলক তৎপরতার জন্য অংশগ্রহণ নীতি অনুসরণ করা আবশ্যিক। সামাজিক এক্য ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সমষ্টির উন্নয়ন সাধন নিশ্চিত হয়। উদ্দীপকের নারীকল্যাণের জন্য উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ঘ. উদ্দীপকে মূলত সমাজকর্মের সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতির সমষ্টি উন্নয়নকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিভিন্ন সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়।

সমষ্টি উন্নয়ন অনুন্নত, অসংগঠিত এবং উন্নয়নশীল সমষ্টিতে কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টাই সমষ্টি উন্নয়ন। এটি এমন একটি যৌথ প্রচেষ্টা যা সমষ্টির জনগণের নিজেদের সহায়তা ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকার বা বেজায়মূলক সংস্থা প্রদত্ত কারিগরি সহায়তায় সমষ্টির উন্নয়ন সাধন করে। সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে সমষ্টির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উচিতিপুর গ্রামের যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধকর্মে জনগণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জনগণের সমন্বয়ে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এরকম নারীকল্যাণের জন্য সমষ্টি সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সমষ্টির অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক ও বিস্তৃত। সমষ্টির অবহেলিত, দুর্ঘ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রভৃতি একেতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। সমষ্টির সদস্যদের সংগঠিত করা, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সমষ্টির স্বাস্থ্য, বিনোদন, ভৌতিকাঠামো, উন্নয়নমূলক কাজে সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্মের প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ এবং নারীদের সার্বিক কল্যাণে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সমষ্টির সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমষ্টি উন্নয়নের প্রয়োগ সুফল এনে দিতে পারে।

**প্রম. ১১** রাফি মাদকাসন্ত বন্ধুদের সাথে মিশে ধীরে ধীরে নিজেও মাদকের প্রতি আসন্ত হয়ে পড়ে। তার পরিবার বিষয়টি যৌজ পেয়ে তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে 'সেবা দিতে নিয়ে যায়। প্রতিষ্ঠান রাফিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। এতে তার পরিবার প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

জনসচ মেইল কলেজ, মচানদিবৰ । প্রম. ১১ ৭/

ক. সমাজকর্ম পদ্ধতি কী? ১

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উন্নয়িত পেশার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। ৩

ঘ. রাফির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া কেমন ছিল? বর্ণনা কর। ৪

## ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে পেশাগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকর্মীগণ যেসব কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাই সমাজকর্ম পদ্ধতি।

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ৫টি। এগুলো হলো—ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমস্যাগত ব্যক্তি। সমস্যা ব্যক্তি সমাজকর্মের দ্বিতীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সমস্যা ব্যক্তিকে সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করে। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাদার প্রতিনিধি হলেন সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পর্ক একজন ব্যক্তি যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্যাগত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নয়িত পেশাটি হলো সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা। সমস্যাগত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও তাদের উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

উদ্দীপকে মাদকাসন্ত রাফিকে একটি প্রতিষ্ঠানের আওতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গোপনীয়তা রক্ষা করে সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সে সুস্থ জীবনে ফিরে আসে। রাফিকে সমাজকর্ম পেশার আওতায় সহায়তা প্রদান করা হয়। কারণ সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সমস্যাগত ব্যক্তিকে সেবা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা বাস্তবমূল্য সমাধানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের পদ্ধতিকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি। মৌলিক পদ্ধতি আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা- ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম। ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়। আর দল সমাজকর্ম পদ্ধতি দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা- সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি সদস্যদের সমস্যা সমাধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনই এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোকে বাস্তবে সৃষ্টিভাবে প্রয়োগ এ লক্ষ্যার্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে তাকে সাহায্যকারী পদ্ধতি বলে। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতিগুলো তিনি প্রকার। যথা- সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কার্যক্রম। উন্নয়িত এ সকল পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজকর্ম পেশা তার সেবাকর্ম পরিচালনা করে।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নয়িত রাফির মাদকাসন্ত সমস্যা সমাধানে মূলত ব্যক্তি সমাজকর্মের সংশোধনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যা বৈজ্ঞানিক ও যথার্থ ছিল।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত কোনো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যা বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। সমস্যাগত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সমস্যার প্রকৃতি, সাহায্যার্থীর প্রত্যাশা, সম্পদ, সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা ও সমাজকর্মীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমাধান ব্যবস্থাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে তার আচরণের পরিবর্তনের পরোক্ষ বা সংশোধনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

উদ্দীপকের রাফি মাদকাসন্ত হয়ে পড়ে। এ থেকে প্রতিকার পেতে তার পরিবার একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা নেন। তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাকে সুস্থ করে তোলে। একেতে তার সমাধান প্রক্রিয়ায় পরোক্ষ বা সংশোধনমূলক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। যার মধ্যে সমস্যার/প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান, বিবেকবোধ জ্ঞানকরণ, র্যাপো স্থাপনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন ইওয়া, গোপনীয়তা রক্ষণ, উপদেশ, তত্ত্বাবধান প্রভৃতি প্রক্রিয়া সম্পর্ক করা হয়। রাফিকে সুস্থ করার জন্যও উক্ত প্রক্রিয়াগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়। তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, রাফির মতো মাদকাসন্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সংশোধনমূলক পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

**প্রম. ১২** জনাব জামিল সাহেব একজন ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। বেশ স্বচ্ছভাবে তিনি জীবনযাপন করেন। কিন্তু একটা সময় তিনি লোভে পড়ে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। পাশাপাশি তিনি মাদকাসন্তও হয়ে পড়েন। নিজের অপকর্মের কথা লুকাতে পরিবারে মিথ্যা বলা শুরু করেন। ফলে এভাবে চলতে চলতে তিনি এক সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থার উত্তরণে তার পরিবার তাকে নিয়ে একজন সমাজকর্মীর দ্বারা স্বাস্থ্য হল।

জাদিবাদ ক্যার্টসবেট স্যাপার কলেজ, নাটোর। প্রম. ১২ ৮/

ক. সমাজকর্মের পদ্ধতি কয়টি?

১

খ. সমষ্টি উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্বীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্বীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য উক্ত পদ্ধতির সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ অপরিহার্য-

মাতামত দাও।

৪

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রধানত দুইটি— মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি।

খ. সমষ্টি উন্নয়ন বলতে সমষ্টির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

সাধারণভাবে সমষ্টি উন্নয়ন হলো একটি সমষ্টিকে বেছে নেওয়া এবং সেই সমষ্টির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। অন্যভাবে বলা যায়, স্বল্প উন্নত বা অনুন্নত দেশের জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্প্রিলিত প্রচেষ্টাই হলো সমষ্টি উন্নয়ন। সমাজকর্মের এই পদ্ধতিটি সমষ্টির উন্নয়নে অভ্যন্তর কার্যকর।

গ. উদ্বীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে (Problematic Person) নিয়ে কাজ করে। একেতে তাকে এমনভাবে সহায়তা করা হয়, যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুন্ধারে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং তাকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।

উদ্বীপকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যায়, জামিল সাহেব একজন ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। স্বচ্ছ জীবনযাপন করার পরও একসময় তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত ও মাদকাস্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া পরিবারের কাছে যিথ্যাকথা বলা এবং তথ্য গোপন করতে শুরু করেন; যা তাকে একসময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এ সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য তাকে একজন সমাজকর্মীর কাছে আনা হয়। একেতে তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যবহার করে জামিল সাহেবকে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি ও মাদকাস্ত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীর সঠিক নির্দেশনা, সহায়তা ও মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে সাহায্যার্থীকে এ ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়। এর ফলে সে সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে। তাই বলা যায়, উদ্বীপকে জামিল সাহেবের সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি করা যেতে পারে।

ঘ. জামিল সাহেবের সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা অপরিহার্য।

ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার সার্বিক সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্তৃগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে সমাজকর্মীর কাজের নির্দেশিকা। একেতে কিছু মূলনীতি ব্যক্তি সমাজকর্মের সমগ্র প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করা হয় যেগুলো সাধারণ নীতিমালা হিসেবে পরিচিত। উদ্বীপকের জামিল সাহেবের সমস্যার কার্যকর সমাধানে এই সাধারণ নীতিমালাগুলো অনুসরণ অপরিহার্য।

জামিল সাহেবের মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ও মাদকাস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী গ্রহণ নীতির প্রয়োগ করবেন। একেতে সমাজকর্মী যদি আন্তরিকভাবে ও সহানুভূতির সাথে সাহায্যার্থীকে গ্রহণ না করে তবে তার প্রতি সাহায্যার্থীর বিবৃত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান বাধাগ্রস্ত হবে। এছাড়া সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সমাজকর্মীকে আরও কিছু নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন- ব্যক্তি

সমাজকর্মে যোগাযোগ নীতি অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমাধান প্রক্রিয়া গ্রহণে সাহায্য করে। আবার অংশগ্রহণ নীতি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীকে উৎসাহ ও উদ্বীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে যা সমস্যা সমাধানে বুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর্থনিয়ন্ত্রণ নীতির মাধ্যমে সমাজকর্মীর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সাহায্যার্থী নিজেই তার ভূমিকা ও কর্ণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি গোপন রাখাও ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম একটি নীতি। এছাড়া আবেগ, হিংসা, পক্ষপাতিত্ব, পছন্দ-অপছন্দ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হয়। একেতে আর্থসচেতনতার নীতি তাকে সহায়তা করবে। একেতে দুর্নীতি, মাদক, পরিবারের কাছে যিথ্যাবলী ও তথ্য গোপনসহ সমস্যায় বিপর্যস্ত জামিল সাহেবকে স্বাভাবিক করে তুলতে সবগুলো নীতিরই প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন ২৪. সুমন একজন সমাজকর্মী হিসেবে বৃপ্তপুর গ্রামে কাজ করছেন। তার কাজের মূল লক্ষ্য হলো বৃপ্তপুরবাসীর আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা। এজন্য সুমন স্থানীয় সমাজকর্ম সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার পরিবিধি ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকায় সুমন সমাজকর্মের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

নির্দাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৮।

ক. Experiment কী?

খ. গবেষণা সম্পর্কে ধারণা দাও।

গ. উদ্বীপকে সমস্যা সমাধানে সুন্মের প্রয়োগকৃত পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ দিকগুলো তুলে ধর।

১

২

৩

৪

### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. Experiment মানে পরীক্ষা চালানো।

খ. গবেষণা একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

গবেষণার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Research. এখানে দুটি শব্দ RC অর্থ 'পুনরায়' এবং Search অর্থ 'অনুসন্ধান' এর সংযুক্তির ফলে উত্তোলিত হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বারবার অনুসন্ধান করে হলো গবেষণা। সাধারণভাবে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সুসংবন্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলে।

ঘ. উদ্বীপকে সমস্যা সমাধানে সুন্মের প্রয়োগকৃত পদ্ধতিসমূহ হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনের পাশাপাশি তাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। সমাজকর্ম পদ্ধতিনূমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। সমষ্টি সমাজকর্ম সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন এ দুভাগে বিভক্ত। সমষ্টি সদস্যদের মনো-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উদ্বীপকে সমাজকর্মী সুমন বৃপ্তপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সমাজকর্ম সংগঠনের গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাপ্রাপ্ত তথ্য হতে সে জানতে পারে, ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি ভেদে সমস্যার পার্থক্য দেখা যায়।

তাই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এ কারণে যে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলো পরম্পর সম্পর্কযুক্ত।

সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি যেমন পরম্পর সম্পর্কিত তেমন এ পদ্ধতিগুলোও একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম, দলের সমস্যা সমাধানের জন্য দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি জনগণের সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মাঝে এ ধরনের বিভিন্ন মৌলিক সম্ভব নয়। কারণ সমাজকর্ম তার মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কেননা ব্যক্তি নিজেই দল ও সমষ্টির একক হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ সমাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই মৌলিক পদ্ধতিগুলো আবর্তিত। ব্যক্তি কখনোই সমাজে একা বসবাস করতে পারে না। সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ পরিবারসহ কোনো না কোনো দলের সদস্য। কাজেই ব্যক্তি যদি সমস্যাগ্রস্ত হয়ে নিজ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, তবে তা দল ও সমষ্টিতেও বিবৃপ্ত প্রভাব ফেলে। তাই ব্যক্তির সমস্যা মোকাবিলা করে স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের সাথে দল ও সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজকর্মের আবশ্যিকতা রয়েছে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী সুমন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করেন। সমস্যার কার্যকরি সমাধানে এ পদ্ধতিগুলো একে অপরকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ পরম্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত।

**প্রশ্ন** ২৫. একটি বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায় 'Youth Power' নামের একটি এনজিও বিশ্বব্যাপী উন্নত সৈমাজ ও অনুন্নত স্থাবিত সমাজে কল্যাণমূলক কাজ করছে। এনজিও উন্নত সমাজ ও অনুন্নত সমাজে দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে। উন্নত সমাজে গৃহীত প্রক্রিয়াটি সাধারণত বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনুন্নত সমাজে গৃহীত প্রক্রিয়াটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রহণ করা হয়। *দিনাংকপুর সরকারি মহিলা কলেজ। গ্রন্থ নং ১।*

ক. সমষ্টি বলতে কী বোঝ? ১

খ. সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উন্নত সমাজ ও অনুন্নত সমাজে কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমষ্টি বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বসবাসকারী জনগণকে বোঝায় যাদের কতকগুলো সাধারণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে।

খ. সমাজকর্মের তিনটি মৌলিক এবং তিনটি সহায়ক পদ্ধতি রয়েছে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের যেসব পদ্ধতি বাস্তবে সরাসরি প্রয়োগ করা হয় সেগুলো হচ্ছে মৌলিক পদ্ধতি। মৌলিক পদ্ধতি তিনটি হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহকে বাস্তবক্ষেত্রে সৃষ্টিভাবে প্রয়োগ এবং লক্ষ্যার্জনে যে পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে। সেগুলো সহায়ক পদ্ধতি। সহায়ক পদ্ধতি তিনটি হলো সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নত সমাজে সমষ্টি সংগঠন এবং অনুন্নত সমাজে সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।

সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টিকেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি মূলত উন্নত দেশসমূহের সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা সমাধানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও সার্বিক জীবন মান উন্নয়নে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি হলো সমষ্টি উন্নয়ন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে

এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি আনয়নের লক্ষ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকের 'Youth Power' এনজিওটি বিশ্বব্যাপী উন্নত ও অনুন্নত স্থাবিত সমাজে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করছে। এক্ষেত্রে এনজিওটি উন্নত সমাজের কল্যাণের জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। কারণ সমষ্টি সংগঠন উন্নত এলাকার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে। আর অনুন্নত সমাজের উন্নয়নের জন্য এনজিওটির ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন। এ পদ্ধতি অনুন্নত এলাকার জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের প্রচেষ্টাকে সংযুক্ত করার চেষ্টা চালায়।

৩. সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

সমষ্টি সংগঠন উন্নত ও সুসংগঠিত সমাজে প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টি উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অসংগঠিত সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিতে জনগণের চাহিদা ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয়। অপরপক্ষে সমষ্টি উন্নয়ন একটি পরিবর্তনযুক্তি পদ্ধতি। এতে সমষ্টির স্থানীয় উদ্যোগে সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চাহিদা পূরণ ও পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। সমষ্টি সংগঠনে জনগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। সমষ্টি সংগঠনে জনগণের নিজস্ব সম্পদের সম্ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারূপ করা হয়। অন্যদিকে, সমষ্টি উন্নয়নে সমষ্টিটির নিজস্ব সম্পদের সাথে সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সংযুক্ত থাকে। সমষ্টি সংগঠনে সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার প্রদান করে তুরিং পদক্ষেপ গৃহীত হয়। আর সমষ্টি উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর এখানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিটি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা। আর সমষ্টি উন্নয়ন বাস্তিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়। সমষ্টি সংগঠনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন, সাধারণ লক্ষ্য অর্জন ও প্রক্রিয়া উন্নাবন এ তিনটি প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। অন্যদিকে সমষ্টি উন্নয়নে বাহ্যিক প্রতিনিধি, বহুমুখী ও আন্তঃসম্পদ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টিটির উন্নয়নের মধ্যে বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ই সমষ্টিটির কল্যাণে কাজ করে।

**প্রশ্ন** ২৬. সমাজসেবী মিনারা বেগম তার একমাত্র ছেলের অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় সমাজকর্মী হ্যাপী তার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করে। মিনারা বেগমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হ্যাপী নানা কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। *দিনাংকপুর সরকারি মহিলা কলেজ। গ্রন্থ নং ৭।*

ক. র্যাপো কী? ১

খ. হেলেন পার্লম্যানের ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা লেখ। ২

গ. মিনারা বেগমকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হ্যাপী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উপাদান জড়িত? - মতামত দাও। ৪

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে যে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তাই র্যাপো।

খ. হেলেন হ্যারিস পার্লম্যান পেশাগত সমাজকর্মের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞায় তিনি বলেন, "ব্যক্তি সমাজকর্ম হচ্ছে কতিপয় মানব কল্যাণমূলক সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন সংক্রান্ত সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য সহায়তা করা হয়।"

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিনারা বেগম সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সমাজকর্মী হ্যাপী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

সাধারণত সেবাপ্রার্থীকে সার্বিক অবস্থা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তি যাতে কার্যকরভাবে তার সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম হয়, সেজন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং জোরদারে সচেষ্ট হয়। সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি যাতে তার স্বীয় ক্ষমতা এবং প্রতিভার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তি সমাজকর্মীরা।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা হয়। ব্যক্তি যাতে নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে পারে ব্যক্তি সমাজকর্ম তার ব্যবস্থা করে। ব্যক্তি যখন তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, তখনই সে সমস্যাগ্রন্থ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ব্যক্তির পরিচয়, মর্যাদা, সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার নির্ধারিত ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের মিনারা বেগম ছেলের অকাল মৃত্যুতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দিশেহারা মিনারাকে সমাজকর্মী হ্যাপী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন। এভাবে ব্যক্তি সমাজকর্ম ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালায়।

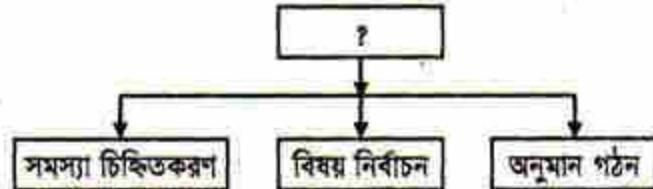
ঘ. ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উপাদান জড়িত বলে আমি মনে করি।

ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রথম উপাদান হলো ব্যক্তি এবং ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। পেশাদার সমাজকর্মীর কাছে তিনি সেবাপ্রার্থী হয়ে আসেন। সেই সাথে যেসব আর্থ-সামাজিক মনোদৈহিক অবস্থা ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সেগুলোকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সমস্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের সাহায্য প্রক্রিয়া যে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা হয়, তাকেই স্থান বা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকেই বোঝানো হয়। পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি সমাজকর্মীরা বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকেন। সর্বোপরি ব্যক্তি সমাজকর্মের সাহায্যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। ব্যক্তি সমাজকর্মে সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক কার্যপ্রণালীকে প্রক্রিয়া করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্ট কতগুলো স্তর বা পর্যায় রয়েছে। এসব স্তরগুলো অনুসরণ করে ব্যক্তি সমাজকর্ম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী বলা যায়, সমাজকর্মী হ্যাপী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেবাপ্রার্থী মিনারা বেগমকে সুস্থ করে তুলেছে। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি কতগুলো অপরিহার্য বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। Helen Harris Perlman সাধারণত পাচটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন, যেগুলোকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আবর্তিত হয়।

উপর্যুক্ত পাচটি বিষয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হয়, এগুলোর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়িত বা পরিচালিত হতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ২৭



ক্রমিয়া ডিটোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১০।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাপগুলো উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়—বিশেষণ কর।

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিটি।

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি বলতে এমন একজনকে বোঝায় যিনি নিজ ক্ষমতাবলে সমস্যা সমাধানে অক্ষম।

ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষীর সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী বা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে নিয়েই ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ. সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ফয়সাল সাহেব একজন সুমাজকর্মী। সমাজকর্মের মূল্যবোধ, নীতি ও দর্শন যথাযথভাবে অনুসরণ করেন তিনি। সাহায্যপ্রার্থীদের সাথে আস্থা, বিশ্বাস ও পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে তার সক্ষমতা প্রশংসনীয়। ক্রমিয়া ডিটোরিয়া সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ১।

ক. দল কী?

খ. উপযোজন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে ফয়সাল সাহেবের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ব্যক্তি সমাজকর্মে উদ্দীপকের ফয়সাল সাহেবের 'পেশাগত সম্পর্ক' স্থাপনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একাধিক লোক যখন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যে সংঘবন্ধভাবে কাজ করে তখন তাকে দল বলে।

খ. উপযোজন বলতে সাধারণত সমাজে সুস্থভাবে সামঞ্জস্য বিধানকে বোঝায়।

যেসব আচরণ বা কার্যাবলি দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশ বা দলের সাথে নিজেকে সঠিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেসব আচরণ বা কার্যাবলির সমষ্টিই হলো উপযোজন। যৌক্তিক আচরণ, সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, সমরোতা, মধ্যস্থতা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তি বা দলের সদস্যদের উপযোজনে সমাজকর্মী সহায়তা করেন।

গ. উদ্দীপকে ফয়সাল সাহেব সাহায্যপ্রার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন।

সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মী ও সাহায্যপ্রার্থীর মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে পেশাগত সম্পর্ক বা র্যাপো বলে। এখানে সমাজকর্মী একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তার আচরণের মাধ্যমে সাহায্যপ্রার্থীর আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ফলে সমাজকর্মী ও সাহায্যপ্রার্থীর সম্পর্কের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বন্ধসূলভ আচরণের ফের তৈরি হয়। এটি সাহায্যপ্রার্থী সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানে সমাজকর্মীকে বিশেষভাবে সহায়তা করে। ফলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অধিক উপযোগী ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের ফয়সাল সাহেব একজন সমাজকর্মী। সমস্যা সমাধানে তিনি সাহায্যপ্রার্থীর আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। এক্ষেত্রে সাহায্যপ্রার্থী ও ফয়সাল সাহেব উভয়কেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। কতগুলো মানবীয় গুণাবলি বা উপাদানের ওপর নির্ভর করে র্যাপো প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব গুণাবলির মধ্যে সমাজকর্মী ও সাহায্যপ্রার্থীর মনোভাব, প্রত্যাশা, প্রেষণ প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। এ উপাদানগুলোর বাহ্যিকাশ মূলত উভয়ের আচরণে ঘটে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। সমাজকর্মীর জ্ঞান, বুদ্ধি ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলি সাহায্যপ্রার্থীকে প্রভাবিত করে। ফলে সাহায্যপ্রার্থীর

ক. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি?

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মে ব্যক্তি কে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে উপর্যুক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির নাম

বেসিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৩

আচরণের ভালো দিকগুলো উৎসাহিত এবং খারাপ দিকগুলো সংশোধিত হয়। তাই বলা যায়, ফয়সাল সাহেবের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন প্রক্রিয়াটি হলো র্যাপো।

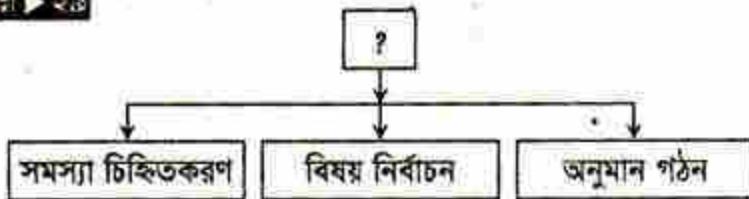
**৬** ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের জন্য ফয়সাল সাহেবের পেশাগত সম্পর্ক বা র্যাপো স্থাপনের গুরুত্ব অপরিসীম।

র্যাপো বা পেশাগত সম্পর্কের ওপর ব্যক্তি সমাজকর্মীর সেবাদানের কার্যকারিতা নির্ভর করে। র্যাপো ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ ও গতিশীল করে তোলে। এ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর সমস্যার সার্বিক ও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। এমন অনেক গোপনীয় ও ব্যক্তিগত তথ্য থাকে, যা সাহায্যার্থী সহজে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু র্যাপো স্থাপনের ফলে সমাজকর্মীর পক্ষে এ ধরনের তথ্য জানা সন্তুষ্ট হয়। যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবেও বিবেচিত হয়। মূলত র্যাপো শুধু সাহায্যার্থীর তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের সাথে জড়িত বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী ফয়সাল সমাজকর্মের মূল্যবোধ, নীতি ও দর্শন যথাযথভাবে অনুসরণ করেন। তিনি সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পেশাগত স্থাপন করেন। এর ফলে তিনি সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। যা সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, র্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি কৌশল যার ওপর পুরো প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯



জ্ঞানশালী কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৮।

**ক**. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ১

**খ**. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২

**গ**. উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির নাম বিশেষ ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ**. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধাপগুলোই উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক**. সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি তিনটি; যথা— সামাজিক প্রশাসন, সামাজিক গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রম।

**খ**. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে।

**গ**. সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

**ঘ**. সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রিপন এবার একাদশ শ্রেণিতে। সম্প্রতি রিপনের বাবা রিপনের আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলেন। ইদানীং রিপন অনেক রাত করে ঘুমায়, অনেক দেরিতে ওঠে, ঠিকমতে খাওয়া-দাওয়া করে না, লেখাপড়াতে মনোযোগ নেই। একদিন রিপনের বালিশের নিচে একটি বস্তু দেখতে পেয়ে রিপনের বাবা ছেলেকে একটি মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দিলেন। প্রতিষ্ঠানের লাবনীর সেবা-য়ে রিপন এখন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

জ্ঞানশালী কলেজ, পশ্চাৎ। প্রশ্ন নং ৮।

ক. সবচেয়ে স্থায়ী দল কোনটি?

খ. পরিবারকে প্রাথমিক দল বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে লাবনী রিপনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনতে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে লাবনীর অবলম্বনকৃত পদ্ধতিটি আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক**. সবচেয়ে স্থায়ী দল হলো পরিবার।

**খ**. পরিবার হলো প্রাথমিক দলের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ দল বলতে সেই দলকে বোঝায়, যে দলের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। আর এ সকল বৈশিষ্ট্য পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের মাঝেই বিদ্যমান তাই পরিবারকে প্রাথমিক দল বলা হয়। এছাড়াও এ দলের আরও রয়েছে প্রতিবেশী, বেলার সাথি, বন্ধু, ক্লাব ইত্যাদি।

**গ**. উদ্দীপকের লাবনী রিপনকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো এমন একটি মৌলিক পদ্ধতি যা সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সুস্থ প্রতিভা, দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে। এর মূল উপাদান হলো ব্যক্তি, যাকে কেন্দ্র করে মূলত ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া আবর্তিত হয়। একেতে সাহায্যার্থী হতে পারে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থিক সমস্যাগ্রন্থ। এছাড়া কোনো ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে ব্যক্তি কিংবা সমাজকর্মীর সাহায্য দরকার হয় এমন কোনো ব্যক্তিকেও এ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিতে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সুস্থ প্রতিভা ও দক্ষতার বিস্তার ঘটায়। একই সাথে নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সহায়তা করে। ফলে সে নিজের সমস্যার কার্যকর মোকাবিলা করে এবং সুস্থভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকের রিপনের আচার-আচরণ পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার বাবা জানতে পারেন যে ছেলে মাদকাস্তি। পরবর্তীতে তিনি ছেলেকে একটি মাদকাস্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করেন। স্থানকার সমাজকর্মী লাবনীর সহায়তায় তার ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে।

**ঘ**. ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল সারাবিশ্বে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা হয়। উন্নত বিষ্ণে সমাজসেবা খাতে নিয়োজিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অনুমত ও উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক সেবায় নিয়োজিত এজেন্সিগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া যে সমস্ত বিশেষায়িত শাখায় ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ হয় তার মাঝে আছে— চিকিৎসা সমাজকর্ম, ইন্সিলিজাল সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, স্কুল সমাজকর্ম, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম, মিলিটারি সমাজকর্ম প্রভৃতি। উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি মাত্র ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র রিপনের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী লাবনী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটান। রিপনের মতো কিশোরদের সাথে কাজ করা ছাড়াও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো যায়। জনসংখ্যামূল্যাত্ত্বিতি সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা যায়। এছাড়া শিশুদের সুস্থ সামাজিকীকরণের জন্য শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ অনুরীকার্য। দেশে বিদ্যমান বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ এবং স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রস্তুতেও ব্যক্তি সমাজকর্ম উপযোগী। সেই সাথে মানসিকভাবে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সহযোগিতায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি মনোচিকিৎসা সমাজকর্মীগণ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি অবলম্বন করে রিপনকে সুস্থ করে তুলেছেন। তবে আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সঠিক প্রয়োগ সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ৩১ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী বিধবা ভাতা প্রাণ্ত মহিলাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এ রিপোর্টে তারা তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্য উপস্থাপন, বিধবাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশ করেছে। এ কাজটি করতে গিয়ে তারা কতিপয় পর্যায় অভিক্রম করেছে।

জাতিন্দৰে কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ১।

- ক. ব্যক্তি সমাজকর্মে উপাদান হিসেবে স্থান কয় প্রকার? ১  
 খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি তোমার পঠিত সমাজকর্মের কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩  
 ঘ. উক্ত রিপোর্টটি তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট কতিপয় ধাপ অভিক্রম করতে হয়েছে— উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের ৫টি উপাদানের মধ্যে স্থান ৫ প্রকার।

খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পেশাদার প্রতিনিধি হলেন সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতাসম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপরই নির্ভর করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণাকে নির্দেশ করছে।

যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার স্বরূপ, কারণ, প্রভাব, সমস্যা থেকে প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বক্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে সামাজিক গবেষণা বলে। সমাজকর্ম গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। উদ্দীপকের কাজটিও সমাজকর্ম গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী বিধবা ভাতা প্রাণ্ত মহিলাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্ট তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি তথ্য উপস্থাপন, বিধবাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য স্থান পায়। শিক্ষার্থীদের এ সকল কাজ উপরে বর্ণিত সমাজকর্ম গবেষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকের রিপোর্টটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণাকে নির্দেশ করে।

ঘ. উক্ত রিপোর্টটি তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকগুলো ধাপ বা পর্যায় অভিক্রম করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট তৈরি করার জন্য অনুসৃত ধাপের মধ্যে রয়েছে সমস্যা নির্বাচন অর্থাৎ কোন বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কাজ হবে তা নির্বাচন করা। যেমন— প্রথমত বিধবা ভাতা প্রাণ্ত মহিলাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন সে বিষয়ের উপর গবেষণা করা হয়েছে। প্রথমতে এ বিষয়ে প্রাণ্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকা, বই, প্রতিবেদনের সহায়তা নেওয়া হয়। তৃতীয়ত বিষয়টি সম্পর্কে একটি অনুকরণ তৈরি করা অর্থাৎ গবেষণার ফলাফল কী হতে পারে তা অনুমান করা হয়। এ পর্যায়ে গবেষণার নকশা প্রণয়ন করতে হয়। সেই সাথে কত সময় নিয়ে গবেষণা করতে হবে সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর তথ্য সংগ্রহ, প্রাণ্ত তথ্য প্রক্রিয়াজ্ঞাতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণে কাজ করা হয়। তথ্য মূল্যায়নের সাথে অনুকরণের সম্পর্ক নির্ণয় করে গবেষণা কাজের সাথে সংশ্লিষ্টরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যদি গবেষণাটি ইতিবাচক হয় তাহলে গবেষক দল ফলাফল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিবেদন আকারে তা প্রকাশ করেন।

উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত ধাপ অভিক্রম করে বিধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে তাদেরকেও উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়েছে। এর ব্যক্তিক্রম হলে গবেষণা ফলপ্রসূ হবে না।

প্রশ্ন ৩২ নবাবগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দুটি শিল্প-কলকারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ এলাকা প্রায় আশি ভাগ মানুষ চাকরিজীবী এবং পঁচানুকরণ ভাগ মানুষই শিক্ষিত। অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এখানকার যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

জ. আস্ত্র রাজ্যক হিন্দিপাল কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ২।

- ক. ব্যক্তি সমাজকর্মে উপাদান হিসেবে স্থান কয় প্রকার? ১  
 খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝায়? ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রিপোর্টটি তোমার পঠিত সমাজকর্মের কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩  
 ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সমাজকর্ম পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্রে উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

### ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান পাঁচটি।

খ. সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। সমাজব্যবস্থায় যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা বিরাজ করে তা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে কাঙ্ক্ষিত ও বাস্তিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সামাজিক কার্যক্রম। এ পদ্ধতি সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে। সেই সাথে ব্যাপক সামাজিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজে বাস্তিত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য সামাজিক নীতি, আইন ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নবাবগঞ্জ উপজেলায় সমষ্টি সংগঠন এবং সেনপাড়া উপজেলায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নবাবগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় খুব দুটি এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এর সাথে সাথে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূল্যী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসার লাভ করেছে। নবাবগঞ্জ যেহেতু একটি উন্নত এলাকা এবং এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের উন্নয়নে কাজ করে। তাই এ উপজেলার উন্নয়নের ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। কারণ সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টি কেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন সুপরিকল্পিত ও সুচিত্তিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণ চাহিদা ও সমষ্টি সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে।

অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই এ উপজেলার ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি অধিক উপযোগী। কারণ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সেনপাড়া উপজেলাটি অনুন্নত বিধায় সেখানে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব।

ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্রে ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সমষ্টি সমাজকর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সংগঠিত সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োগ করা হয়। আর সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থাবিক কৃষি সমাজের সমষ্টিতে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নবাবগঞ্জ উপজেলার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় শিল্প-কারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত ও চাকরিজীবী। এ ধরনের স্থানগুলোতে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে সৃষ্টি সমস্যা সমাধানের কার্যকর পদ্ধতি সমষ্টি সংগঠন। বাংলাদেশের

শহরের জনসমষ্টির সমস্যা সমাধানে সংগঠিতকরণ, সহযোগিতার মনোভাব ও আঞ্চলিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির আগোকে আমাদের দেশের শহুরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিনোদন, পানি, বিদ্যুৎ পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিবেশের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। আর সেনপাড়া দুর্গম পাহাড়ি এলাকার অনুমত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়ন এ নির্ভরতা হ্রাসকরে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদ্দীপকের সেনপাড়ার মতো বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামের অদৃশ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ ও মানবসম্পদ সৃষ্টি, কৃষি উন্নয়ন, অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পৃষ্ঠি কার্যক্রম, সমবায় উন্নয়ন ও আবাসাবাস্থা কর্মসূচি পরিচালনায় সমষ্টি উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি দুটির কার্যক্রম প্রয়োগ শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয়ের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

**প্রশ্ন ৪** কালু খা গ্রাম থেকে শহরে এসে অন্য কোনো কাজ না পেয়ে রিক্ষা চালায়। সে শহরে যে বন্ধিতে বসবাস করে সেখানে প্রতিনিয়ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়। এগুলো প্রত্যক্ষ করতে করতে একদিন সেও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। একদিন কালু ছিনতাই করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তিন মাস জেলে থাকার পর সে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে সুন্দরভাবে বাচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও জেলে থাকার বিষয়টি স্তুরী এবং গ্রামের সবাই জেনে যাওয়ায় সে লজ্জায় গ্রামে ফিরে যেতে পারে না। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে একজন সমাজকর্মীর শরণাপন হয়।

জ্ঞান প্রকার রাজ্যিক মিটিলিসিপ্যাল কলেজ, হাপোর। প্রশ্ন নং ৪।

- ক. সমাজকর্ম পদ্ধতি কয়টি? ১  
খ. সমাজকর্ম পদ্ধতি বলতে কী বোঝা? ২  
গ. উদ্দীপকের কালু খা কে সাহায্য করার জন্য সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. কালু খা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি কি গ্রহণযোগ্য বলে ভূমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজকর্ম পদ্ধতি দুটি।

**খ** সমাজকর্ম পদ্ধতি (Social Work Method) বলতে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবক্ষেত্রে অনুশীলনের বাইনকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা (Helping Profession)। পেশাদার সমাজকর্মে যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও নীতিমালা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়, যেসব সুশৃঙ্খল কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টিই হলো সমাজকর্ম পদ্ধতি।

**গ** উদ্দীপকের কালু খাকে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা বা প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। মূলত এ পদ্ধতির লক্ষ্য নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুস্থ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে ওঠে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি পদ্ধতি যা কোনো ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন করার ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার বা সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিজীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকে হস্তক্ষেপ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত কালু খা ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিন মাস জেলে থাকে। জেল থেকে বের হয়ে সে সুন্দরভাবে বাচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার অপরাধের কথা স্তুরী এবং গ্রামের সবাই জেনে যাওয়ায় লজ্জায় সে গ্রামে যেতে পারে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে

একজন সমাজকর্মীর শরণাপন হয়। একেতে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় কালু খা সমস্যার সমাধান করবেন। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়।

**ঘ** কালু খা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত কোনো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনের চেষ্টা চালানো হয়। একই সাথে সমষ্টি সম্পদের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

উদ্দীপকের কালু খা বন্ধিতে বসবাস করার সময় বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রম দেখতে দেখতে সেও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। অপরাধের শাস্তিবৰূপ সে তিন মাস জেলে কাটায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে সুস্থ জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু লজ্জার কারণে সে গ্রামে তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে চায় না। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সে সমাজকর্মীর শরণাপন হয়। সমাজকর্মী সমস্যাগ্রন্থ কালু খা সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। সমাজকর্মী তার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করে তুলবেন। তাকে অপরাধজগতের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে জানাবেন। এর ফলে সে নিজেই তার সমস্যাগুলো উপলব্ধি করতে পারবে। সমাজকর্মী তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলবেন। কারণ কালু খা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে তার পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সহযোগিতা তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কালু খা একজন সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি। তাই তার সমস্যা সমধানে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

**প্রশ্ন ৪** মাহিম একজন সমাজ গবেষক। তিনি বাংলাদেশ নারী নির্যাতন নিয়ে গবেষণা করবেন বলে ঠিক করলেন। তার বন্ধু তাকে বললেন, শুধু গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন করলেই হবে না গবেষণার আরও কতগুলো ধাপ সুস্থিতভাবে পরিচালনা করতে হবে, তা হলোই কাঞ্চিত ফল পাওয়া যাবে। সে আরও বললেন, সমাজজীবনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনেক।

বালকান্তি সরকারি মালিক কলেজ। প্রশ্ন নং ৪।

ক. Social Work Administration পদ্ধতি কার রচিত? ১

খ. মুখ্য দল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মাহিমের বন্ধুর মতে, গবেষণার ক্ষেত্রে সে কোন ধাপগুলো অনুসরণ করবে? ৩

ঘ. 'সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অনেক'— তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'Social Work Administration' পদ্ধতি প্রথ্যাত সমাজকর্মী জন সি কিডনে রচনা করেন।

**খ** মুখ্য দল বলতে মূলত সার্বজনীন দলকে বোঝায়।

মুখ্য দল পৃথিবীর সব সমাজেই লক্ষ করা যায়। সাধারণত প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে তাকে মুখ্য দল বলে। পরিবার হলো মুখ্য দলের সবচেয়ে বড় দৃষ্টিত্ব। এছাড়াও প্রতিবেশী, খেলার সাথি, বন্ধু, ক্লাব, নাট্যদল ইত্যাদি হলো মুখ্য দলের উদাহরণ।

**গ** উদ্দীপকে উল্লেখিত মাহিমের বন্ধুর মতে গবেষণা ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য মূল্যায়ন, ফলাফল প্রকাশ, উৎস উন্মুক্তকরণ প্রভৃতি ধাপের কার্যকর ভূমিকাই সমাজকর্ম গবেষণাকে সার্থক করে তোলে।

সমাজকর্ম গবেষণায় সমস্যা, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যকে প্রথমে সম্পাদনা বা প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অতঃপর প্রাপ্ত তথ্যের

কেড়ি, শ্রেণিবিন্দুকরণ ও সারণিবন্ধ করা হয়। এখানে সংগৃহীত অপরিশোধিত তথ্যকে উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গবেষণা পরিকল্পনার উপযোগী করে তোলা হয়। সমাজকর্ম গবেষণায় তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পর প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়। এ স্তরে সারণিবন্ধ তথ্যের সাথে অনুকরণের সম্পর্ক ও বিভিন্ন চলকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। এখানে গবেষক পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণা অনুমানের সত্যতা ধাচাই করেন। এ স্তরে তথ্য বিশ্লেষণ এবং অনুকরণের সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করার পর সমাজকর্মী গবেষণা বিষয়ে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গবেষণার মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। গবেষণার ফলাফল যদি গবেষকের অনুকূলে যায় তবে তিনি তা প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং গবেষণার ফলাফলকে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন। গবেষণা প্রতিবেদনের গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় যেসব তথ্য সহায়ক হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোকে যথার্থভাবে উল্লেখ করা আবশ্যিক। এভাবে সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে মাহিমের বন্ধু তাকে উপরে উল্লিখিত গবেষণার ধাপসমূহ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে বলে। কারণ কাঞ্চিত ফল লাভের ক্ষেত্রে এগুলো সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

**৩** **সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।** সমাজকর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার একটি সংস্করণ। সাধারণত সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন, সমস্যাবলীর কারণ উদঘাটন ও সমাধান এবং সমাজকর্মের জ্ঞান ও প্রত্যয়সমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা ও সাধারণীকরণের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়াকে সমাজকর্ম গবেষণা বলা হয়। আধুনিককালে সমাজকর্ম পেশার যথাযথ অনুশীলনে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং তা সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত কর্মসূচির যথাযথ মূল্যায়নে সমাজকর্ম গবেষণা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্ম বিষয়ে সুসংহত ও সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদ চিহ্নিত করা যায় এবং সে অনুযায়ী তার সমস্যার সমাধান বা প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয়। সমাজের গঠন প্রকৃতি, সামাজিক বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে সমাজকর্ম গবেষণা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বন্ধুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে সুস্থ সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্ম গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রেক্ষিতে সমাজসেবা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন, বাস্তব তথ্য সরবরাহ, সমাজকল্যাণ কর্মসূচির মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা দানে সমাজকর্ম গবেষণা সমাজকর্মীদের বিশেষ সাহায্য করে থাকে। এর ফলে সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্ম প্রশাসনের কার্যকারিতা এবং সমাজকর্মীদের দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

**প্রশ্ন ৩৫** শিরপতি আনোয়ারুল হক তার এলাকার নানা ধরনের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এখানে নিয়োগ দিয়েছে বেশ কিছু সমাজকর্মী। ম্যানেজিং কমিটি গঠনের মাধ্যমে এজেন্সির সক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণসহ কল্যাণমূলক যাবতীয়, কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১/সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? ১

২. সামাজিক কার্যক্রমের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

৩. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩

৪. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উক্ত পদ্ধতি কার্যকর

ভূমিকা পালন করে— মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** **সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি।**

**ব** **সামাজিক কার্যক্রমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।**

সামাজিক কার্যক্রম একটি ধারাবাহিক ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। এতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমত, সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলে। দ্বিতীয়ত, সমাজের বৃহৎ কল্যাণ সাধনের জন্য প্রচলিত ক্ষতিকর নীতির পরিবর্তন এবং নতুন সামাজিক নীতি প্রণয়নে এ পদ্ধতি যথাযথ ভূমিকা পালন করে।

**গ** **উদ্দীপকের বর্ণনায় সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম প্রশাসনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।**

সাধারণত সমাজকর্ম প্রশাসন বলতে সমাজসেবা প্রদানকারী কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনকে নির্দেশ করে। উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনের মাধ্যমেই এ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

সামাজিক প্রয়োজন এবং প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্যের সাথে সংগতি রেখে সমাজকর্ম প্রশাসন বাস্তবসমূহ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে।

এজেন্সির উদ্দেশ্য ও দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নীতিনির্ধারণ সমাজকর্ম প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি এবং সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবমূল্যী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সমাজকর্ম প্রশাসন। সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালার প্রতি সচেতন থেকে পরিবর্তিত আর্থসামাজিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজকর্ম প্রশাসন কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের সম্বলতা এবং ব্যর্থতার ধারাবাহিক গবেষণা ও মূল্যায়ন সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মৌলিক কাজের মধ্যে অন্যতম। উদ্দীপকেও শিরপতি আনোয়ারুল হকের কাজের সাথে সমাজকর্ম প্রশাসনে উল্লিখিত কাজের বর্ণনা রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্ম প্রশাসন সম্পর্কেই ধারণা দেওয়া হয়েছে।

**ব** **সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।**

সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরের মূল বাহন হচ্ছে সমাজকর্ম প্রশাসন। সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার যথার্থতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন সূচিত্বিত উপায়ে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচির নির্দেশনা দান এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল ও বহুমূল্যী কর্মসূচি গ্রহণ এবং সুস্থভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সমাজকর্ম প্রশাসন সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় নির্ধারণ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সমাজকর্ম প্রশাসন যৌথ এবং সমবেত কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। কারণ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রতিটি পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজসেবায় নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজকর্ম প্রশাসন সূচিত্বিত উপায়ে যাবতীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে। সমাজকর্ম প্রশাসন পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যের সুস্থ সম্পাদন নিশ্চিত করে।

**প্রথা ৩৬** সমাজে “বাল্য বিবাহের কারণ ও প্রভাব” গবেষণা করতে গিয়ে জৈশিতা নিম্নোক্ত ধাপে যেমন সমস্যা বাছাই, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অনুমান গঠন, সাহিত্য পর্যালোচনা, নকশা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, যাচাই, ফলাফল প্রকাশসহ অগ্রসর হতে লাগল। জৈশিতা উপলব্ধি করলেন গবেষণার মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

- ক. দল সমাজকর্মের তিনটি উপাদানের নাম লেখ। ১  
 খ. সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন কেন? ২  
 গ. জৈশিতার গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্যাবলী আলোচনা কর। ৩  
 ঘ. জৈশিতার মতো তুমি কীভাবে “এসিড নিক্ষেপের কারণ ও ফলাফল” নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করবে-উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দল সমাজকর্মের তিনটি উপাদান হলো সামাজিক দল, দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান ও দল সমাজকর্মী।

**খ** সামাজিক গবেষণা একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া।

সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিকভাবে জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদ চিহ্নিত করা যায়। সে অনুযায়ী সমস্যার সমাধান বা প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হয়। সামাজিক গবেষণা ব্যক্তি ও সমাজজীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করে। এর ভিত্তিতে সুস্থ সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। কোনো ঘটনা বা সমস্যার প্রকৃতি, কারণ প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথ কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**গ** জৈশিতার গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হলো বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান।

গবেষণার মাধ্যমে যে কোন বিষয় বা সমস্যার কারণ, প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই সংগৃহীত তথ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যাটি আবার আরো নানা সমস্যার জন্ম দেয়। এ কারণে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। আর তার জন্য প্রয়োজন বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান।

গবেষণার মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এই তথ্যের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। উদ্দীপকে জৈশিতা বাল্য বিবাহের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করে। তার এ গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যাটি সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করা। আর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

**ঘ** ‘এসিড নিক্ষেপের কারণ ও ফলাফল’ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাকে গবেষণার ধাপগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

গবেষণার জন্য প্রথমেই সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমার গবেষণার সমস্যা হবে এসিড নিক্ষেপের কারণ ও ফলাফল। হিতীয় ধাপে আমাকে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাকে বিভিন্ন বই পুস্তক, জ্ঞানাল, গবেষণা প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে হবে। পরবর্তী ধাপে আমাকে অনুকলন গঠন করতে হবে। এর পরে কখন, কীভাবে, কতজন কর্মী দিয়ে, কত সময়ে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হবে তা গবেষণা নকশায় নির্ধারণ করবো। পরবর্তী ধাপে গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করবো। এরপর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করবো। তথ্য বিশ্লেষণের পরের ধাপে আমি গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। সর্বশেষ ধাপে আমার গবেষণা ফলাফলটিকে প্রতিবেদন আকারে গবেষণা ফলাফলটিকে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করবো। গবেষণা প্রতিবেদনে গবেষণা কার্যে যে সব তথ্য সহায়ক হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোকে যথাযথভাবে উল্লেখ করবো।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে যেকোনো গবেষণা কার্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

**প্রথা ৩৭** খুশি বর্ধিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সময়মতো বিয়ে না হওয়ায় এবং পরিবারের বোৰা বহন ও অন্যান্য কারণে তিনি এখন হতাশাগ্রস্ত। সাম্প্রতিক সময়ে তার আচরণে নানা অসংগতি সংক্ষ করা যাব। তিনি এ সমস্যা হতে মুক্তি পেতে চান।

পরিবার বিবিধাল কলেজ। প্রয় নং ১/

- ক. সমাজবিজ্ঞানের জনক কে? ১  
 খ. সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে দুটি সাদৃশ্য লেখ। ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতি দূরীকরণে সমাজকর্মীর করণীয়সমূহ আলোচনা কর। ৪

### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোৎ।

**খ** সমাজকর্মের সাথে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগত ও সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করা। বিভিন্ন সমস্যার কারণ, উৎস, প্রভাব, উপাদান প্রভৃতি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে মনস্তান্ত্বিক উপাদানের শক্তিশালী প্রভাব। কাজেই সমস্যা বিশ্লেষণে সমাজকর্মীরা মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানব আচরণ। সমাজকর্মও মানুষের আচরণ অনুধাবন করে তাদের সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণ করে।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতি মনো-সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণত যে সকল বিষয় মানুষকে তার স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ করে সেগুলোই মনো-সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। এ সব সমস্যার কারণে ব্যক্তির আচরণে নানা ধরনের অসংগতি দেখা দেয়। উদ্দীপকে খুশি বর্ধিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পরিবারের সকল ব্যুক্তার তাকে বহন করতে হয়। অর্থ সংস্থানের চিন্তা তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। এছাড়া তার সময়মতো বিয়ে হচ্ছে না। এ বিষয়টিও তাকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। এই হতাশাগ্রস্ততার কারণে সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে তার আচরণে অসংগতি দেখা দিয়েছে।

সামাজিক যে কোনো সমস্যার পিছনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আবেগ, বৃদ্ধি, হতাশা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কিত থাকে। যা ব্যক্তিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। মানুষের এ সকল সমস্যাই মনো-সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, খুশির আচরণগত অসংগতি মনো-সামাজিক সমস্যাকেই নির্দেশ করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত হতাশাগ্রস্ত খুশির আচরণগত অসংগতি দূরীকরণে একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

সমাজকর্ম পেশা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যক্তির বহুমুক্তী সমস্যার সমাধান করে। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাই একজন সমাজকর্মী ব্যক্তির আচরণগত অসংগতি দূরীকরণে কার্যকরণেও পদক্ষেপ রাখতে পারেন।

উদ্দীপকে খুশি বর্ধিত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পরিবারের আর্থিক সমস্যা এবং ব্যক্তিগত জীবনের অনিশ্চয়তা তাকে হতাশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তার এই হতাশাগ্রস্ততা দূর করতে সমাজকর্মী তার পরিবারের সব সদস্যের সাথে কথা বলবেন। পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব খুশির ওপর না চাপিয়ে তারাও যাতে এর সমবলটিন করেন সে জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেবেন। প্রয়োজনে তাদের জন্য বিভিন্ন আয়মূলক কাজের ব্যবস্থা করবেন। পরিবারের সদস্যরা যদি খুশিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে তাহলে তার ভার অনেকটা কমবে। এ ছাড়া সমাজকর্মী খুশির পরিবারের সদস্যদের তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পরামর্শ দেবেন। তার সাথে সময় কাটাতে বলবেন। তাকে বিভিন্ন

জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে বলবেন। অবসর সময়ে পরিবারের সবাই মিলে বিনোদনমূলক কাজে জড়িত থাকতে বলবেন। আনন্দমুখের পারিবারিক পরিবেশ খুশির হতাশা দূরীকরণে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে। সমাজকর্মী খুশিকে মানসিক সাহস দেবেন। এ ছাড়া তার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ প্রয়োগ করে সমাজকর্মী খুশির আচরণগত অসংগতি দূর করতে সক্ষম হবেন।

**প্রা. ৩৮** হেলেন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বিদ্যালয় যাওয়ার পথে বখাটে কর্তৃক হয়রানির শিকার হত। একব্যাহ হেলেন কাকেও বলত না। এক পর্যায় রাস্তাধাটে বের হওয়ার ভয় তাকে পেয়ে বসে। তার আচরণে নানা সমস্যা দেখা দিলে তাকে নিয়ে তার বাবা “সোফিয়া সমাজসেবা” কর্মসূচিতে আসেন। কয়েকজন সমাজকর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী অজন্তা রানী দে হেলেনের ক্ষেত্র গ্রহণ করেন। অজন্তা হেলেনের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠতে না উঠতেই তার সমস্যা নির্ণয়ের প্রতিবেদন তৈরি করে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হেলেনের সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে।

সরকারি বিদ্যালয় কলেজ। গ্রন্থ নং ৪/

- ক. বিভারিজ কে ছিলেন? ১
- খ. ৫p কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার তিনি সাধারণ নীতিমালা আলোচনা কর। ৩
- ঘ. অজন্তার প্রতিবেদনে সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠল কেন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** উইলিয়াম বিভারিজ ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন অধ্যাপক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

**খ.** ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল ৫টি উপাদানকে সংক্ষেপে ৫p বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান প্রসঙ্গে পার্শ্বম্যানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর ৫টি উপাদান পাওয়া যায় যাকে ৫p বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মের এই ৫টি উপাদান হলো Person, Problem, Place, Professional Representative, Process. ব্যক্তি সমাজকর্ম সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ পাঁচটি উপাদান অপরিহার্য।

**গ.** উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তি সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে স্বাবলম্বন করে তোলা হয় যাতে সে নিজেই নিজের সমস্যা মোকাবিলা করে সুস্থ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো গ্রহণ নীতি। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে কীভাবে গ্রহণ করবে তার ওপর সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে। সাহায্যার্থী যেকোনো স্তর বা শ্রেণিরই হোক না কেন তাকে আন্তরিকতা, আগ্রহ ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া যোগাযোগ বলতে সাধারণত তথ্য বিনিময়কে বোঝায়। যোগাযোগ নীতি একে অপরের ভূমিকা বুবলতে সহায়তা করে যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রত্যেক সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার করে তাদের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সমাধানের উপায় নির্ণয় করে। উদ্দীপকের হেলেন বখাটে হেলেনের কর্তৃক হয়রানির শিকার হতো। এ কারণে সে তায়ে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তার আচরণে নানা অসংগতি দেখা দেয়। হেলেনের সমস্যা সমাধানের জন্য তার বাবা তাকে ‘সোফিয়া সমাজসেবা’ প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান। সেখানকার একজন সমাজকর্মী হেলেনকে কেস হিসেবে গ্রহণ করে। তিনি তাকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সেবা প্রদান করে। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে কাজ করে।

তাই বলা যায়, হেলেনের সমস্যার সমাধানে ব্যক্তি সমাজকর্মের তিনি নীতির প্রয়োগ ঘটানো যাবে।

**ঘ.** হেলেনের সাথে র্যাপো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই অজন্তা সমস্যা নির্ণয়ের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করে। সেজন্য হেলেনের সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠে।

ব্যক্তির সমস্যার সমাধানকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো র্যাপো বা পেশাগত সম্পর্ক। এটি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যকার পেশাগত সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। এখানে সমাজকর্মী একজন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে তার আচরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর আস্থাভাজন হবেন। এছাড়া তাদের মধ্যে পারম্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বন্ধুসূলভ আচরণের ক্ষেত্রে তৈরি হয়। র্যাপো গঠনের মাধ্যমে সাহায্যার্থী ও তার সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে জানা যায়। এর ফলে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান দেওয়া সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী অজন্তা হেলেনের সমস্যা সমাধানে তাকে কেস হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই তিনি সমস্যা নির্ণয়ের প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদন তৈরির পর তিনি সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এতে হেলেনের সমস্যার সমাধান না হয়ে তা আরো জটিল হয়ে ওঠে। হেলেনের সমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সমাজকর্মী অজন্তার উচিত ছিল সঠিকভাবে র্যাপো প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে তিনি হেলেনের সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতেন। হেলেনের সাথে র্যাপো প্রতিষ্ঠা তাকে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করত। এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি হেলেনের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করে সঠিক সমাধান দিতে পারতেন।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মী অজন্তার সাথে র্যাপো প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই হেলেনের সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে।

**প্রা. ৩৯** ‘ক’ নামক একটি ফুটবল ক্লাব পরপর তিনটি খেলায় পরাজিত হওয়ার পর ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের জন্য একজন মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করলেন। মনোবিজ্ঞানী খেলোয়াড়দের নিয়ে এক সংশ্লিষ্ট কাজ করার পর দেখা গেল ক্লাবটি পরবর্তী খেলায় জয়লাভ করে।

ক্ষেত্রী সরকারি কলেজ। গ্রন্থ নং ৭/

- ক. সমষ্টি সমাজকর্ম কী? ১
- খ. সামাজিক গবেষণা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. মনোবিজ্ঞানী দলের উন্নয়নে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. একটি মাত্র পদ্ধতির প্রয়োগই কি ক্লাবের ভালো হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** সমষ্টি সমাজকর্ম সামষ্টিক পর্যায়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি মৌলিক পদ্ধতি।

**খ.** সামাজিক গবেষণা বলতে সামাজিক বিজ্ঞানের সত্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণাকে বোঝায়।

সামাজিক গবেষণা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে যথার্থ ও সুসংহত করে তোলা হয়। এই পদ্ধতি সমস্যা সমাধানে বাস্তবমূলী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করে।

**ঘ.** উদ্দীপকের মনোবিজ্ঞানী ‘ক’ দলের উন্নয়নে সমাজকর্মের দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

সমস্যাগ্রন্থে দলকে বিভিন্ন উপায় বা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সাহায্য করার প্রক্রিয়াকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি বলা হয়। যখন দলীয় সদস্যদের পারম্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে দল সমাজকর্মী উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে তখন তা দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। একেতে দলীয় সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দল সমাজকর্মী কিছু কৌশল অবলম্বন করেন। তার অর্জিত পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও

নেপুণ্যকে কাজে লাগিয়ে দলের সদস্যদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও সার্থক করে তোলে ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন মনোবিজ্ঞানী 'ক' নামক একটি পরাজিত ফুটবল দলের উন্নয়নের জন্য খেলোয়ারদের নিয়ে এক সন্তান কাজ করেন। ফলশ্রুতিতে দলটি জয়লাভ করে। যখন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নয়নে দলীয় মিথস্ক্রিয়াকে সচেতনভাবে পরিচালিত করে, তখন তা দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার দুটি দিক রয়েছে। যেমন- উন্নয়নমূলক ও প্রতিকারমূলক। উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের কার্যকর ও গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়। উদ্দীপকে 'ক' নামক ফুটবল দলটিতে এ কাজটি করা হয়েছে। দলটির মধ্যে উন্নয়নমূলক দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তাদের সমস্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানী সমাধান করেছেন। ফলে দলটি খেলায় জয়লাভ করেছে। তাই বলা যায়, দল সমাজকর্ম পন্থতি উদ্দীপকে উন্নয়ন সমস্যার মত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ।

না, একটিমাত্র পন্থতির প্রয়োগই ক্লাবের ভালো হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং উদ্দীপকে উন্নয়ন ক্লাবটির খেলায় ভালো হওয়ার জন্য দলসমাজকর্মের পাশাপাশি ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেত।

দলভুক্ত সদস্যদের সাথে শৃঙ্খলাপূর্ণ, নিয়মতাত্ত্বিক তথা পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করার একটি বিশেষ পন্থতির নাম দল সমাজকর্ম পন্থতি। দলীয় লক্ষ্যার্জনে দলের সদস্যদের আচরণের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে উপযুক্ত মিথস্ক্রিয়ার উপযোগী করে তুলতে দল সমাজকর্মী কাজ করে। আর, ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সুপুর্ণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং নিজের সমস্যা মোকাবিলায় সুক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উদ্দীপকের 'ক' নামক একটি পরাজিত ফুটবল ক্লাবের খেলোয়ারদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানী দলীয়ভাবে কাজ করেন। তিনি দল সমাজকর্ম পন্থতির প্রয়োগ করে দলটিকে পরবর্তী খেলায় জয়ী হতে সাহায্য করেন। মনোবিজ্ঞানীর দলভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ পরিচালনা দলটিকে উন্নত করেছে। তবে এ দলের সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগও করা যেত। এ পন্থতির প্রয়োগ খেলোয়ারদের উপর এককভাবে প্রয়োগ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াকে গভীরীল করে তুলতে পারত। কেননা প্রত্যেক খেলোয়ারের সমস্যা আলাদাভাবে নির্ণয় করার পর সমাধানের পথ খোজা একেকে জরুরি। অবশ্য একেকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পন্থতির প্রত্যেকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। এতে সমস্যাগ্রস্থ খেলোয়ারের সুপুর্ণ প্রতিভা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধন সম্ভব হতো ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দল সমাজকর্ম পন্থতির প্রয়োগ দলটির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকলেও দল এর পাশাপাশি ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ আরো ফলপ্রসূ হতো ।

**প্রশ্ন ৪০** মুমিনুল্লিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ডিজিল্যাঙ্গ টিম গঠন করেন। ডিজিল্যাঙ্গ টিম কলেজের প্রত্যেক দিনের সার্বিক পরিস্থিতি লিখিত আকারে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট পেশ করে। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণ তথা সমাজের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেন।

মুমিনুল্লিসা সরকারি মহিলা কলেজ, মহমদাসিংহ। গ্রন্থ নং ৮/

- |   |   |
|---|---|
| ক. Follow up কী?  | ১ |
| খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে কী বোঝ?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন পন্থতির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে?  | ৩ |
| ঘ. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উন্নয়ন বাস্তবায়নে উক্ত পন্থতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যতামত বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীকে নির্বিভুতভাবে পর্যবেক্ষণ করাই Follow up বা অনুসরণ।

খ. পেশাদার প্রতিনিধি বলতে ব্যক্তি সমাজকর্মীকে বোঝানো হয়।

পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের জন্য নিয়োগ দেয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা মূলত পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ।

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পন্থতির অন্তর্ভুক্ত সামাজিক গবেষণার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

যখন কোনো সামাজিক বিষয় বা ঘটনার উপর গবেষণা চালানো হয় তখন তাকে সামাজিক গবেষণা বলে। এর মাধ্যমে সমস্যা সম্পর্কে ব্যুনিষ্ঠ ও যথার্থ তথ্য আহরণ করে পুজ্ঞানপুর্খ বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সামাজিক গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা, আচরণ বা সমস্যা সম্পর্কে ব্যুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক গবেষণা একটি সুশৃঙ্খলা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। এছাড়া গবেষণা পন্থতিতে গবেষণালক্ষ্য তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি সামাজিক গবেষণায় যৌক্তিক ও নিয়মতাত্ত্বিক কৌশলের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুমিনুল্লিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ডিজিল্যাঙ্গ টিম গঠন করেন। এই টিম কলেজের প্রত্যেক দিনের সার্বিক পরিস্থিতি লিখিত আকারে অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে পেশ করেন। এ তথ্যের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন উদ্দীপকের এসব বৈশিষ্ট্য কাজের ধরন ও প্রকৃতি থেকে বোঝা যায়, এটি সমাজকর্মের সহায়ক পন্থতি সামাজিক গবেষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উন্নয়ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা পন্থতির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মপ্রক্রিয়া। এটি সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুন্ধার ও শক্তিশালী করে তোলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমস্যার স্বত্ত্ব নির্ণয়, নির্ণীত সমস্যা সমাধানে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল উত্তোলন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও সমস্যা পরম্পর সম্পর্ক্যুক্ত। তাই সমস্যা মোকাবিলায় সমস্যার বহুবিধ কারণ উদঘাটন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা সাধন প্রযোজনীয় ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে পার্শ্ব দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার উৎপত্তি হচ্ছে। তাই সমস্যার কারণ ও সুস্থির সাধনের জন্য সামাজিক গবেষণা একটি যথাযথ মাধ্যম। সেই সাথে, বন্ধুগত-অবন্ধুগত, মানবীয়-অমানবীয়, আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকর্ম লক্ষ্যার্জনে সামাজিক গবেষণা গুরুত্ব অন্বয়ীকার্য। এভাবে সামাজিক গবেষণা সমাজকর্ম লক্ষ্য ও উন্নয়ন বাস্তবায়নের কাজ করে।

উদ্দীপকে মুমিনুল্লিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কলেজের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য ডিজিল্যাঙ্গ টিম গঠন করেন। এ টিম কলেজের প্রত্যেক দিনের সার্বিক পরিস্থিতি লিখিত আকারে মহোদয়ের কাছে পেশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের কল্যাণ তথা সমাজের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করেন। উদ্দীপকের এসব তথ্য সমাজিক গবেষণাকে নির্দেশ করে। যা সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উন্নয়ন বাস্তবায়নের একটি কার্যকর পন্থতি।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উন্নয়ন বাস্তবায়নে সামাজিক গবেষণা পন্থতি অনুষ্ঠানে সমাজকর্মের সহায়ক পন্থতি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ কামাল পাড়ার ছেলেদের সাথে আজড়া দিতে দিতে এক সময় মাদককাস্ত হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্য ত্রুয়ের জন্য পরিবারের সেবার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। ঘরের জিনিসপত্র চুরি করতে শুরু করে। কামাল এর পিতা তার সহকর্মীর নিকট থেকে পরামর্শ নিয়ে কামালকে পেশাদার মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেয়। সেখানে একজন সমাজকর্মীর তত্ত্বাবধান ও কাউন্সিলিং থেকে কামাল চিকিৎসা নিজে। সমাজকর্মী কামালকে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করছেন।

সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২।

- ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি কয়টি? ১  
খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের একটি উপাদান ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. কামালের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী মৌলিক পদ্ধতিটির কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কামালের সমস্যার সমাধান দিতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি তিনটি।

খ. ব্যক্তি সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি।

ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। যিনি সমস্যা সমাধানের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কোনো সদস্য অথবা শুভাকাঙ্ক্ষী সমস্যা সমাধানের জন্যে সমাজকর্মী বা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেই তাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকেই নিয়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম আবর্তিত হয়।

গ. কামালের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social Case Work) পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন।

ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে (Problematic Person) নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে এমনভাবে সহায়তা করা হয়, যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সুষ্ঠু ক্ষমতার বিকাশ সাধন এবং তাকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।

উদ্দীপকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যার দৃষ্টিকোণ উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা যায়, কামাল সংজ্ঞাদোষে মাদকাস্ত হয়ে পড়েছে। এ সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য তাকে একটি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। সেখানে একজন সমাজকর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করছেন। তার প্রধান দায়িত্ব হলো সমাজকর্মের জ্ঞান ব্যবহার করে কামালকে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে মাদকাস্ত থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীর (Client) সঠিক নির্দেশনা, সহায়তা ও মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে। আর ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে সাহায্যার্থীকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে সে সমস্যা মোকাবিলার সামর্থ্য অর্জন করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুসারেই কামালের সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।

ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কামালের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া বলতে সাধারণত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্বত্ত কার্যপ্রণালীকে বোঝায়। এই নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালি অনুসরণের মাধ্যমেই সমস্যার সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব, যা উদ্দীপকের কামালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কামালের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে প্রথমেই তার সমস্যা সংগঠিত সকল তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যে প্রক্রিয়াকে মনো-সামাজিক অনুধ্যান বলে। এরপর তিনি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কামালকে মানসিকভাবে সাহস ও প্রেরণা দান করবেন। এর ফলে তার মধ্যে

সাময়িক স্বষ্টি ফিরে আসবে। সমাজকর্মীর পরবর্তী কাজ হবে কামালের সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয় করা। কেননা, এটি নির্ণয়ের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলার উপায় নিরূপণ করা সমাজকর্মীর জন্য সহজ হবে। সমস্যা নির্ণয়ের পর তিনি কামালের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সমর্থনমূলক পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। তবে সমস্যা সমাধানের পর গৃহীত ব্যবস্থার সফলতা ও বিফলতা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। এর সাথে সমাজকর্মীকে কামালের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া নিরিড্বিভাবে পর্যবেক্ষণ বা অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কামালকে উন্নত সেবার জন্য অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থাও নিতে হতে পারে। সর্বশেষ ধাপ হিসেবে সমাজকর্মী কামালের সমস্যার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটাবেন।

প্রশ্ন ▶ ৪২ রাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় দুট বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূলী সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ এলাকার প্রায় আশি তাগ মানুষ চাকরিজীবী এবং প্রচান্দবরই তাগ মানুষই শিক্ষিত। অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল।

প্রদর্শ সরকারি মহাবিদ্যালয়, রাজগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৩।

- ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি? ১  
খ. "সামাজিক কার্যক্রম" পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে উন্নিখিত উপজেলাসমূহের কোনটিতে কোন সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য এবং কেন? ৩  
ঘ. বাংলাদেশে উন্নত পদ্ধতি দুটির প্রয়োগক্ষেত্র আলোচনা করা। ৪

### ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান হলো ৫টি।

খ. "সামাজিক কার্যক্রম" বলতে পরিকল্পিত ও সংগঠিত উপায়ে সমাজে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

সামাজিক কার্যক্রম সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে বাস্তিত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য সামাজিক নীতি, আইন ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে। সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত অবস্থা বিরাজ করে তা সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে কাঞ্জিত ও বাস্তিত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো সামাজিক কার্যক্রম।

ঘ. উদ্দীপকে উন্নিখিত রাজগঞ্জ উপজেলায় সমষ্টি সংগঠন এবং সেনপাড়া উপজেলায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য।

উদ্দীপকে উন্নিখিত রাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় খুব দুট এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এর সাথে সাথে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূলী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসার লাভ করেছে। রাজগঞ্জ যেহেতু একটি উন্নত এলাকা এবং এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের উন্নয়নে কাজ করছে। তাই এ উপজেলার উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। কারণ সমষ্টি সংগঠন হলো সামাজিক উন্নতি ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরিচালিত জনসমষ্টি কেন্দ্রিক সুশৃঙ্খল সেবাকর্ম প্রক্রিয়া। সমষ্টি সংগঠন সুপরিকল্পিত ও সুচিপ্রিয়ভাবে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমাজকল্যাণ চাহিদা ও সমষ্টি সম্পদের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে।

অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি অত্যন্ত দুর্গম, পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এর যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই এ উপজেলার ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি অধিক উপযোগী। কারণ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিটি উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সেনপাড়া উপজেলাটি অনুন্নত বিধায় সেখানে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব।

৪ উদ্দীপকে উক্ত পদ্ধতি দৃঢ়ি হলো সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমষ্টি সংগঠন। সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমষ্টি জনগণের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসহ সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বাসস্থান সংকটের দরুণ কম খরচে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প সমস্যার সমাধান করা যায়। এছাড়া গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় পৌড়ানি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃসন্দৰ্ভ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে সমষ্টি সংগঠন মূলত উন্নত দেশসমূহের সমষ্টির কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, যুবকল্যাণ, নারী কল্যাণ, শ্রমিক কল্যাণ, ভোক্তা কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এ সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে রাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ উপজেলা। সেখানে জনগণের জীবন মান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূল্যী সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে। অন্যদিকে সেনপাড়া উপজেলাটি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং অধিকাংশ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল বিধায় এখানে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রয়োগযোগ্য। পরিশেষে বলা যায় যে, সমস্যা ও সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু উন্নয়নের মাত্রাগত পরিবর্তনের কারণে পদ্ধতি দৃঢ়ির প্রয়োগক্ষেত্র ডিন।

- প্রশ্ন ৪৩** রাতুল দশম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের শ্রেণিতে ১৫০ জন শিক্ষার্থী। গত পাঁচ বছর যাবৎ তারা এক সাথে লেখাপড়া করছে। রাতুল তার পরিবারের আদরের সন্তান। সে তার পাড়ার ছেলেদের একটি স্পেচেস ফ্লাবের সদস্য। *স্কলুলস সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪/ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান কয়টি?* ১  
খ. ফলিত গবেষণা বলতে কী বোঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে কয়টি দলের ইঙ্গিত রয়েছে? নিরূপণ করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে রাতুল একজন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সদস্য— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

১. ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান ৫টি।

২. কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য বা গবেষণালভ্য জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োজনে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে পরিচালিত গবেষণা হচ্ছে ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা।

গবেষণা বলতে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সুশৃঙ্খল ও প্রণালীবদ্ধ অনুসন্ধানকে বোঝায়। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে গবেষণা দৃঢ়াগে বিভক্ত। ফলিত গবেষণা তার একটি।

৩. উদ্দীপকে দুইটি দলের ইঙ্গিত রয়েছে- প্রাথমিক দল এবং অন্তর্দল। প্রাথমিক দল হলো সর্বজনীন দল। এ দল পৃথিবীর সব সমাজেই রয়েছে। সাধারণত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে যে দল গড়ে ওঠে, তাকে প্রাথমিক দল বলে। পরিবার হলো এ ধরনের দলের বড় উদাহরণ। উদ্দীপকেও দেখা যায়, রাতুল তার পরিবারের আদরের সন্তান, যা তাকে একটি প্রাথমিক দলের সদস্য হিসেবে প্রমাণ করে।

অন্যদিকে মানুষ প্রাথমিকভাবে যে দলের সদস্য এবং যে দলের প্রতি তার অনুভূতি ও আনুগত্য প্রবল তা হলো অন্তর্দল। যেমন— পাড়ার বন্ধুবন্ধুর, ক্লাব, স্কুলের বন্ধু-বন্ধুর প্রভৃতি। উদ্দীপকে বর্ণিত রাতুলের ক্লাসে ১৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে তারা এক সাথে লেখাপড়া করছে। এছাড়া রাতুল পাড়ার অন্য ছেলেদের সাথে একটি স্পেচেস ফ্লাবেরও সদস্য। এ থেকে বোঝা যায়, সে প্রাথমিক দলের পাশাপাশি অন্তর্দলেরও সদস্য।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাতুল একজন ব্যক্তি কিন্তু এছাড়া সে দল ও সমষ্টিরও সদস্য।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সদস্য হিসেবে সে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন ও সত্ত্বাত্ত্ব অর্জনের জন্য অন্য সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল। দলের মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদা পূরণ ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাই বলা যায়, জন্মগতভাবে মানুষ কোনো না কোনো সামাজিক দলের অন্তর্ভুক্ত।

দলবদ্ধ জীবনে মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য একে অপরের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমষ্টিজীবনে প্রবেশ করে। সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন বিষয় যেমন— পারস্পরিক সহযোগিতা, অভিন্ন মূল্যবোধ ও আদর্শ, সামাজিক বীতি-নীতি, অর্থনৈতিক কার্যবালি, সংস্কৃতি প্রভৃতি তার জীবনপ্রণালীকে প্রভাবিত করে। এভাবেই ব্যক্তি নিজেকে সমষ্টির পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সমষ্টির একজন সদস্য হিসেবে তার সামাজিক ভূমিকা পালন করে। রাতুলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শিক্ষার প্রয়োজন পূরণের জন্য সে বিদ্যালয়ে পড়ালোকা করছে। এছাড়া সে পাড়ার একটি স্পেচেস ফ্লাবের সদস্য, যা তাকে একজন ব্যক্তি মানুষের পাশাপাশি দল ও সমষ্টির সদস্য হিসেবেও উপস্থাপন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাকৃতিকভাবেই একজন ব্যক্তি ধীরে ধীরে দল ও সমষ্টির সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত রাতুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই প্রশ্নের উত্তীটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৪৪** ছবির মিয়া নদীর পাশে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে। পরিবারের উদ্দেশ্য পূরণে সে বিবিধ জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। তার দেখাদেখি আরো কিছু পরিবার সেখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এতে ছবির মিয়ার একাকিন্ত দূর হয়। তারা পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ও সুস্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের সন্তানদের মধ্যে সামাজিকীকরণ ও প্রতিভাব বিকাশ সাধিত হয়। এমনকি তারা মিলেছিশে নিরাপত্তা লাভ করে, সাহচর্য ও চাহিদা পূরণ করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ইত্যাদি সম্ভব হয়। *জ্যাতির জনক বজ্যবন্দু পেশ মুক্তির রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬/ক. সামাজিক দল কী?* ১  
খ. সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য লেখ। ২  
গ. উদ্দীপকের কীসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ৩  
ঘ. ছবির মিয়ার সামাজিক দলের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত হয় তা আলোচনা কর। ৪

### ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

১. সামাজিক দল হলো দুই বা ততোধিক লোকের সমষ্টি যারা সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

২. সামাজিক দলের ধারণা বিশ্লেষণ করলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

মানুষ সামাজিক জীব। আর মানুষ সামাজিক দল গঠন করে সমাজবন্ধভাবে বসবাসের মাধ্যমে কতকগুলো সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে। এখানে দুই বা ততোধিক লোকের সমাবেশ ঘটে এবং সদস্যদের মধ্যে দলীয় অনুভূতি বিদ্যমান। এর দলীয় কাঠামোতে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নির্ভরশীলতার বন্ধন থাকে এবং বিভিন্ন বিধি-বিধানের আওতায় সামাজিক দল পরিচালিত হয়।

৩. উদ্দীপকে সামাজিক দলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মানুষ জন্মগতভাবে কোনো না কোনো সামাজিক দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য হিসেবে তার জীবন পরিচালনা করে। এ প্রক্রিয়ে সামাজিক দল ধারণাটির বিকাশ সাধিত হয়েছে। সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কয়েকজন লোক সমষ্টিবন্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কতকগুলো বিধিবিধান ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে তখন তাকে সামাজিক দল বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ছবির মিয়া নদীর তীরে বসবাস শুরু করলে আরও কিছু পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করে। এতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও সুস্পর্ক গড়ে উঠে। এ ধরনের নির্ভরশীলতার বন্ধন একদিকে যেমন পারস্পরিক নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটায়, অন্যদিকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সামাজিকীকরণ ও প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। এভাবে একটি সামাজিক দল গড়ে উঠে। প্রতিটি সমাজিক দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান। দলগুলো সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক বিধি-বিধানের আওতায় পরিচালিত হয়। যা উদ্দীপকের ছবির মিয়া ও অন্যান্য পরিবারের বসতি স্থাপনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

**৫** উদ্দীপকে উন্নেষ্ঠিত ছবির মিয়ার সামাজিক দল গড়ে ওঠার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, সাহচর্য ও চাহিদা পূরণ, নিরাপত্তা প্রাপ্তি প্রভৃতি সুযোগ লাভ করেছে।

সামাজিক দল হলো দুই বা ততোধিক লোকের সমষ্টি যারা কতকগুলো সাধারণ স্বার্থ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দলের সদস্যদের মধ্যে দলীয় অনুভূতি এবং পরস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। এ দল মানসিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে উঠে, যা তাদেরকে আলাদা সন্তা হিসেবে গড়ে তোলে। উদ্দীপকের ছবির মিয়ার বসতির পাশে আরও কিছু লোক বসতি স্থাপনের ফলে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারস্পরিক নানা সহযোগিতা বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সহযোগিতা, নিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আদান-প্রদান প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ছবির মিয়া উপকার ভোগের সুযোগ পায়। তার পরিবার ও সন্তানের মানসিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ও প্রতিভার বিকাশের সুযোগ লাভ করে। সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠায় নিরাপত্তা লাভ করে এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিধি-বিধানের আওতায় শৃঙ্খলা ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ছবির মিয়া সামাজিক দলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি অর্জন, চাহিদা পূরণ ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উপকৃত হয়।

**প্রশ্ন ৪৫** সুমন একটি পেশাদার সংগঠনের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। রশিদ দীর্ঘদিন জেল খেটে এলাকায় আসে। কিন্তু সমাজে স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না। তার অপরাধবোধ তাকে লজ্জা দেয়। তাই সে সাহায্যের জন্য সুমনের সংগঠনের কাছে আসে। বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুমন তাকে সাহায্য করেন।

প্রশ্ন ৪৫ সুমন একটি পেশাদার সংগঠনের কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

ক. সমাজকর্মের পরিভাষায় সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে কী বলে? ১

খ. সমাজকর্ম গবেষণা বলতে কী বোঝা? ২

গ. উদ্দীপকে রশিদকে সাহায্য করার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিশেষ পদ্ধতির কথা বোঝানো হয়েছে তার উপাদানগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজকর্মের পরিভাষায় সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তিকে সাহায্যপ্রাপ্তী বলে।

**খ** সমাজকর্ম গবেষণা বলতে সাধারণত সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারণাসমূহ প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও সাধারণীকরণের জন্য তথ্য সংগ্রহমূলক ধারাবাহিক অনুসন্ধানকে বোঝায়।

সমাজকর্ম গবেষণা পেশাদার সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি। মূলত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির কথা সমাজের বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে

সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রপাত হয়। এটি মূলত সমাজকর্ম ক্ষেত্রে সৃষ্টি বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যাবলি বিষয়ে সুশৃঙ্খল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান পদ্ধতি।

**গ** উদ্দীপকে রশিদকে সাহায্য করার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম। এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা বা সক্ষমতার বিকাশ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। ব্যক্তিকে তার সামাজিক পরিবেশ ও সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সচেতন ও কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম সাহায্য করে। সমাজকর্মের এ প্রক্রিয়ায় কতগুলো স্তর বা ধাপ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধান করা যায়। এই ধাপগুলো হলো, অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সমাধান, মূল্যায়ন এবং অনুসরণ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রশিদ দীর্ঘদিন জেল খাটার পর সমাজে স্বাভাবিকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না এবং অপরাধবোধে ভুগছে। এ অবস্থায় পেশাদার সমাজকর্মী সুমন তার উপর একটি বিশেষ পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিই তার জন্য উপযোগী। কারণ ব্যক্তি সমাজকর্ম মূলত কোনো ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় রশিদের তথ্য সংগ্রহ ও অনুধ্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এরপর সমাজকর্মী তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি, কারণ নির্ণয় করেন। পরবর্তী পর্যায়ে, সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরপর মূল্যায়ন ও পর্যাপ্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলা হয়। এ থেকে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দীপকের রশিদ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

**৫** উদ্দীপকে নির্দেশিত ব্যক্তি সমাজকর্ম কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

ব্যক্তি সমাজকর্ম কতগুলো অপরিহার্য বিষয়কেন্দ্রিক সাহায্য প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় যেসব বিষয় অপরিহার্য তাই ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান। এইচ এইচ পার্লম্যানের মতে, কোনো ব্যক্তি তার সমস্যাসহ এমন স্থানে আগমন করে যেখানে পেশাদার প্রতিনিধি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে সহায়তা করে। এ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তি সমাজকর্মের ৫টি উপাদান পাওয়া যায়। যথা- ব্যক্তি, সমস্যা, স্থান বা প্রতিষ্ঠান, পেশাদার প্রতিনিধি ও প্রক্রিয়া।

উদ্দীপকের রশিদ দীর্ঘদিন জেল খাটার পর লজ্জা ও অপরাধবোধে ভোগেন। এ হিসেবে তিনি সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে তিনি একজন পেশাদার প্রতিনিধি সুমনের শরণাপন হন। সুমন একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর হয়ে কাজ করেন। সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তি রশিদকে সক্ষম করে তুলতে সমাজকর্মী সুমন একটি পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। সুমন ও রশিদের মধ্যে যে সকল কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়, তা ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানেই প্রয়োগিক রূপ। ব্যক্তি সমাজকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ব্যক্তি, যাকে সমাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। হিতীয় উপাদান হলো সমস্যা, এটি একটি পীড়নমূলক অবস্থা যা সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকরার সূচিটি করে। এ পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে পেশাদার প্রতিনিধির উপর। এ পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, এ উপাদানগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্মীর সাথে সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা সমস্যার কার্যকর সমাধান দেয়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়: সমাজকর্ম পদ্ধতি

### ★ সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারণা ও ধরন

১. সমাজকর্মকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
  - ক) অনুকরণের বিজ্ঞান
  - খ) অনুশীলনের বিজ্ঞান
  - গ) অনুশীলনের বিজ্ঞান
  - ঘ) তাত্ত্বিক বিজ্ঞান
২. 'পদ্ধতি হচ্ছে সচেতন প্রক্রিয়া, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যান্বেষণের একটি সুপরিকল্পিত উপায়'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
  - ক) ড. আব্দুল হাকিম
  - খ) এইচ বি ট্রেকার
  - গ) ড. আলি আকবর
  - ঘ) ম্যারি রিচমন্ড
৩. *The Social System* গ্রন্থটি কার লেখা? [জ্ঞান]
  - ক) টি.পারসন
  - খ) ফিল্ডল্যান্ডার
  - গ) নিম্রকৃ
  - ঘ) অগবর্দন
৪. যে সকল পন্থা অবলম্বন করে সমাজকর্মের জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে পেশার অনুশীলন করা হয় সেগুলোকে কী বলে? [জ্ঞান]
  - ক) সমাজকর্মের উৎস
  - খ) সমাজকর্মের পদ্ধতি
  - গ) সমাজকর্মের প্রকৃতি
  - ঘ) সমাজকর্মের পরিধি
৫. সমাজকর্মকে সাহায্যকারী পদ্ধতি বলা হয় কেন? [অনুধাবন]
  - ক) তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে বলে
  - খ) ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করে বলে
  - গ) নতুন নতুন জ্ঞানের ক্ষেত্র তৈরি হয় বলে
  - ঘ) সমস্যার স্বরূপ নির্ণয় করে বলে
৬. সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি কয়টি? [সকল কোষ্ট-২০১০]
  - ক) তিনটি
  - খ) চারটি
  - গ) পাঁচটি
  - ঘ) ছয়টি
৭. সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। এটি কী প্রমাণ করে? [ডিজনে নক্ষা]
  - ক) সমাজকর্মের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে
  - খ) সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে
  - গ) তাত্ত্বিক জ্ঞান রয়েছে
  - ঘ) সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে
৮. রুটন একটি বিষয় নিয়ে অনার্স করছে, যাতে গবেষণা, জরিপ প্রক্রিয়া ওপর জোর দেওয়া হয়। উক্ত বিষয় নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে? [ডাইজিটাল স্কুল এন্ড অ্যাকেডেমিক সেলাই, ঢাক্কা]
  - ক) সমাজকর্ম
  - খ) মনোবিজ্ঞান
  - গ) অর্থনীতি
  - ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৯. দল সমাজকর্ম দলীয় সদস্যদের সাহায্য করে— [অনুধাবন]
  - ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে
  - দলীয় সমস্যা সমাধানে
  - সমষ্টিগত সমস্যা সমাধানে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

খ

১০. সমষ্টি উন্নয়নে সমষ্টির জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে সহায়তা করা হয় — [অনুধাবন]
  - জনগণের সম্পদ ও প্রচেষ্টা দ্বারা
  - সরকারের সম্পদ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে
  - বিশেষ গোষ্ঠীর সম্পদ ও প্রচেষ্টা ব্যবহার করে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

খ

### ★★ ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণা, উপাদান, ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা

১১. 'ব্যক্তি কর্ম' (Case work) ধারণাটি কত সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়? [জ্ঞান]
  - ক) ১৯১০
  - খ) ১৯১১
  - গ) ১৯২০
  - ঘ) ১৯২১

১২. ১৯৫৭ সালে ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন কে? [জ্ঞান]
  - ক) স্বিন্ডমোর
  - খ) সুইন্ডন বাওয়ার্স
  - গ) গ্যালাওয়ে
  - ঘ) হেলেন হ্যারিস পার্লম্যান

১৩. কোন সময়ে ব্যক্তি সমাজকর্ম নির্দিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারে সম্মিলিত হয়ে বিকাশ লাভ করে? [জ্ঞান]
  - ক) ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে
  - খ) ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে
  - গ) ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে
  - ঘ) ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে

১৪. ম্যারি রিচমন্ডের ভাষায় তিনি ব্যক্তি সমাজকর্মকে সমাজকর্মের প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের কত বছর ব্যয় করেন? [জ্ঞান]
  - ক) ২০ বছর
  - খ) ২৫ বছর
  - গ) ৩০ বছর
  - ঘ) ৩৫ বছর

১৫. এইচএইচ পার্লম্যান যে গ্রন্থটি লিখেছেন তার নাম কী? /প্রাপ্তব্য আইডিওল কলেজ, ঢাক্কা/
  - ক) *The Nursery of Human Nature*
  - খ) *Social Work Year Book*
  - গ) *World Community Social Case Work*
  - ঘ) *A Problem Solving Process*

১৬. মক্কেলকে পুনর্বাসনে সহায়তা করে কোনটি? [অনুধাবন]
  - ক) সামাজিক প্রশাসন
  - খ) সামাজিক গবেষণা
  - গ) সামাজিক কার্যক্রম
  - ঘ) ব্যক্তি সমাজকর্ম

১৭. ব্যক্তি সমাজকর্মের নির্দেশিকা প্রস্তাবের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
  - ক) অধ্যক্ষ কেয়ার্নস
  - খ) ড. আব্দুল হাকিম সরকার
  - গ) মার্শাল
  - ঘ) আব্দুল হালিম

খ

ঘ

ক

খ

গ

ঘ

ক

খ

গ

ঘ

ক

খ

গ

ঘ

১৮. সমাজকর্ম অনুশীলনের মৌলিক একক কোনটি? /বন্ধুর পদিম স্থান সরকারি কলেজ, কুমিল্লা/  
 ১. ব্যক্তি ২. পরিবার  
 ৩. সমাজ ৪. রাষ্ট্র ৫.
১৯. ব্যক্তি সমাজকর্মে একজন ব্যক্তির মক্কেল হওয়ার পূর্বশর্ত কী? [অনুধাবন]  
 ১. পেশাদার প্রতিনিধি হওয়া  
 ২. চরম সাহসী হওয়া ৩. প্রতিবন্ধী হওয়া  
 ৪. সমস্যাগ্রান্ত হওয়া ৫.
২০. ব্যক্তি ও সমস্যা ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন ধরনের উপাদান? [অনুধাবন]  
 ১. নিজস্ব ধরন উপাদান  
 ২. অভ্যন্তরীণ উপাদান  
 ৩. মনস্তাত্ত্বিক উপাদান  
 ৪. বাহ্যিক উপাদান ৬.
২১. মক্কেলের সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে এজেন্সি পরিচালনা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আছে? [জ্ঞান]  
 ১. মক্কেলের  
 ২. সরকারি প্রতিনিধির  
 ৩. পেশাদার প্রতিনিধির  
 ৪. বেসরকারি প্রতিনিধির ৭.
২২. ব্যক্তি সমাজকর্মে মক্কেলের সমস্যার সমাধান করা হয় কী অনুসারে? [জ্ঞান]  
 ১. সমস্যার ধরন ২. সামাজিক বীতি অনুসারে  
 ৩. ব্যক্তি অনুসারে ৪. প্রক্রিয়া অনুসারে ৮.
২৩. ব্যক্তি সমাজকর্ম একটি সাহায্য প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রান্ত ব্যক্তি — [অনুধাবন]  
 i. সৃষ্টি কর্মতার বিকাশ সাধন করে  
 ii. সমস্যা মোকাবিলা করে  
 iii. পরিবেশের সাথে সামাজিক বিধান করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii ৫.
২৪. মিনতী রায় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার আক্রান্ত। তার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় — [জ্ঞান]  
 i. ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়  
 ii. ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ হন্দু  
 iii. অধিনেতৃক বিপর্যয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii ৫.
- নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
 প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে না। সেখানে গ্রামের মানুষ গরু বেঁধে রাখে। আবার, ঢাকা শহরের একটি গার্লস স্কুলের সামনে ইভিজারো প্রায়ই
- মেয়েদের উত্ত্বর করে। /সকল বোর্ড-২০১০/  
 ২৫. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানে সমাজকার্যের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে?  
 ১. ব্যক্তি সমাজকার্য ২. দল সমাজকার্য  
 ৩. সমষ্টি উন্নয়ন ৪. সমষ্টি সংগঠন ৫.
২৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত উভয় স্কুলের সমস্যা সমাধানে প্রথমেই—  
 i. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে  
 ii. শিক্ষার্থীদের বাবা মাকে সচেতন করা যেতে পারে  
 iii. সমাজে গণ্যমান্য লোকদের সচেতন করা যেতে পারে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ২. ii ৩. iii ৪. ii ও iii ৫.
- ★★ ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যাগ্রান্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া
২৭. মক্কেলের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে তার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে না জানা পর্যন্ত কোন নীতি প্রয়োগ করা হয়? [জ্ঞান]  
 ১. ভিন্নধর্মী নীতি ২. সাধারণ নীতি  
 ৩. গৌণ নীতি ৪. গ্রহণ নীতি ৫.
২৮. সমস্যার প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মোতাবেক সমস্যা নির্ণয়কে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? /স্বত্ত্বাবলী তৈরি করেন্ত ক্ষমতা/  
 ১. ৩টি ২. ৪টি ৩. ৫টি ৪. ৬টি ৫.
২৯. ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া হলো সমস্যা সমাধানের একটি প্রক্রিয়া যেখানে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতাত্ত্বিকভাবে পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। উক্তিটি কার? [জ্ঞান]  
 ১. H H Perlman ২. Marry Richmond  
 ৩. W A Fridlander ৪. H B Tracker ৫.
৩০. গোপনীয়তা রক্ষা, ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি, যোগ্যতার মূল্যায়ন, ব্যক্তি বাধীনতা প্রদান এগুলো কোন পদ্ধতির নীতি? /দিনান্তসূচি সরকারি মহিলা কলেজ/  
 ১. ব্যক্তি সমাজকর্মের ২. দল সমাজকর্মের  
 ৩. সমষ্টি উন্নয়নের ৪. সামাজিক কার্যকর্মের ৫.
৩১. তথ্য সংগ্রহে কোনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস? [জ্ঞান]  
 ১. দল ২. সমষ্টি ৩. সমাজ ৪. ব্যক্তি ৫.
৩২. ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের প্রথম স্তর কোনটি? [জ্ঞান]  
 ১. সমস্যা নির্ণয় ২. অনুধ্যান  
 ৩. সমাধান ৪. সমাপ্তি ৫.

৩৩. ব্যক্তি সমাজকর্মের আজনিয়ত্বের নীতির মূল কথা হলো— [অনুধাবন]  
 ১. সমাজকর্মীর নিজের হস্তক্ষেপের ওপর গুরুত্ব প্রদান  
 ২. মক্কেলের স্বাধীন পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বীকৃতি  
 ৩. সমস্যা সমাধানের পরিবেশ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ  
 ৪. সমাজকর্মের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ নীতির নিয়ন্ত্রণ ১
৩৪. ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে তার আচরণের পরিবর্তনে সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে কোন পদ্ধতিতে? [অনুধাবন]  
 ১. বৈষ্ণবিক সাহায্যদান পদ্ধতি  
 ২. সংশোধনমূলক পদ্ধতি  
 ৩. প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি  
 ৪. প্রতিকারমূলক পদ্ধতি ১
৩৫. কোন স্তরের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে? [জ্ঞান]  
 ১. সমস্যা নির্ণয় ২. অনুধায়ন  
 ৩. মূল্যায়ন ৪. সমাপ্তি ১
৩৬. সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করে কেন? [কেন্দ্রীয় সরকারি কলেজ, কেন্দ্রীয়]  
 ১. মানুষের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য  
 ২. মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ বিশ্লেষণ  
 ৩. শহরায়নজনিত সমস্যা সমাধানে  
 ৪. সমস্যা সমাধানে বন্ধুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহে ১
৩৭. সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝ? [জ্ঞান-আধিক  
 একাডেমী সুন্দর এত কলেজ, চান্দপুর]  
 ১. সমস্যার ধরন বিশ্লেষণ করে সেবাদান  
 ২. ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবাদান  
 ৩. সমাজস্থ বিভিন্ন দলকে নিরীক্ষণ পূর্বক সেবাদান  
 ৪. কোনোটিই নয় ১
৩৮. ব্যক্তি সমাজকর্মের কোন নীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্যাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে? [জ্ঞান-স্বাক্ষর  
 কলেজ, সিলেট]  
 ১. যোগাযোগ নীতি ২. গ্রহণ নীতি  
 ৩. সাধারণ নীতি ৪. ব্যক্তি বাত্তীকরণ ১
৩৯. সমস্যা নির্ণয় করার জন্যে যে মুখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় তার মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]  
 ১. সমস্যার পরিমাপ  
 ২. উৎপত্তি ও পরিমিত অবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক  
 ৩. সমস্যা নির্ণয়ের শ্রেণিবিভাগ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii ১
৪০. জুহেল সাহেব একজন সমাজকর্মী। ব্যক্তির সাথে

সম্পর্ক স্থাপনে জুয়েল সাহেবের লক্ষ্য হলো—  
 /কলকাতা সরকারি কলেজ, কলকাতা/

- মক্কেলের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা
  - সমস্যা সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ
  - মক্কেলের মাঝে আন্তরিক সৃষ্টি করা
- নিচের কোনটি সঠিক?

১. i ও ii ২. ii ও iii ৩. i ও iii ৪. i, ii ও iii ১

★★ সমস্যাগ্রন্থ ব্যক্তির সাথে সমাজকর্মীর সম্পর্ক (যাপো) ও ব্যক্তি সমাজকর্মে এর গুরুত্ব এবং ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগস্ফেত

৪১. 'এই সম্পর্ক সমগ্র ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রতিয়ার মাধ্যমেও হতে পারে যার দক্ষতা অন্তর্বৰ্তীকালীন অবস্থা, অনুধায়ন, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের ফলে প্রভাব রাখে।' উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

১. Henry S Mass ২. Biestek

৩. Gordon Hamilton ৪. Earl Eubank ১

৪২. 'যাপো হলো সমাজকর্ম সাক্ষাত্কারের সাদৃশ্য, সামঞ্জস্য ও সহমর্মিতাপূর্ণ অবস্থা যা সাহায্যার্থী ও সমাজকর্মীর মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি ও কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করে।'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

১. এনসাইক্লোপেডিয়া ২. গর্জন হ্যামিলটন

৩. সমাজকর্ম অভিধান ৪. হেরি এস মাস ১

৪৩. ব্যক্তি সমাজকর্মের সফলতা কৌসের ওপর নির্ভর করে? বেগম বন্দুজেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/

১. পেশাগত সম্পর্কে ২. পারিবারিক বন্ধনের

৩. সামাজিক মর্যাদার ৪. বংশীয় মর্যাদার ১

৪৪. পারস্পরিক গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্মে মক্কেল ও সমাজকর্মীর মাঝে কৌসের সূচনা হয়? /এসওএস ব্যারামেস হেইনার কলেজ, মিরপুর, ঢাকা/

১. ছন্দের ২. আন্তরিকতার

৩. পেশাগত সম্পর্কে ৪. মনোমালিন্যের ১

৪৫. অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সংশোধনে বাংলাদেশের কয়টি জেলায় সংশোধনমূলক কর্মসূচি চালু আছে? [জ্ঞান]

১. ১২টি ২. ১৭টি ৩. ২৩টি ৪. ২৭টি ১

৪৬. বাংলাদেশের পঞ্চি উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা বহুলাঙ্গে নির্ভর করে কোনটির ওপর? [অনুধাবন]

১. কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপর

২. স্থানীয় ধর্মী ব্যক্তিদের ওপর

৩. স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর

৪. স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার ওপর ১

৪৭. কোন পদ্ধতির মাধ্যমে মাদকাস্তি, নৈতিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়জনিত সমস্যা দূর করা যায়? [জ্ঞান]

১. সামাজিক দল ২. সামাজিক নীতি

৩. সমষ্টি সমাজকর্ম ৪. ব্যক্তি সমাজকর্ম ১

৪৮. বাংলাদেশের ব্যক্তি সমাজকর্মের ওপর ভিত্তি করে যে পুনর্বাসন কর্মসূচির চালু আছে তার নাম কী? ১  
 /প্রদত্ত প্রত্যেক জ. ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশল মেডিজিনিয়াল ইন্ডাস্ট্রি এবং কলেজ প্রযোগ/
- ক. পজু কল্যাণ কর্মসূচি  
 খ. প্রতিবন্ধী কর্মসূচি  
 গ. প্রতিবন্ধী কল্যাণ কর্মসূচি  
 ঘ. অন্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি
৪৯. র্যাপো স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থী উভয়ের যেসব বিষয় বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে রয়েছে— |অনুধাবন|  
 i. মনোভাব ii. প্রত্যাশা iii. প্রেরণা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫০. পঞ্চ উন্নয়নে ব্যক্তি সমাজকর্ম ভূমিকা পালন করে— |অনুধাবন|  
 i. সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে  
 ii. নেতাদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে  
 iii. স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
- ★★ দল সমাজকর্ম: দলের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ
৫১. বয়স্কডট, গার্লস গাইড, ওয়াই এম সি এ, সেলেস্যাট হাউস, ওয়াই ডাব্রিউ সি এ—এগুলো কী? |জ্ঞান|  
 ক. দল কর্মসংস্থা খ. সমাজ কর্মসংস্থা  
 গ. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঘ. মানবাধিকার সংস্থা
৫২. 'দল হচ্ছে এমন একটা সামাজিক কাঠামো যেখানে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হয়।' কার উক্তি? |জ্ঞান|  
 ক. উইলসন এবং রাইল্যান্ড খ. ম্যাকাইভার ও পেজ  
 গ. বোগার্ডস ঘ. ডেভিড পপেনো
৫৩. দলের কোন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সদস্যদের পারম্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে দলে গতিশীলতা সৃষ্টি করে? |অনুধাবন|  
 ক. দলীয় বন্ধন খ. দলীয় কাঠামো  
 গ. পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া  
 ঘ. সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
৫৪. 'প্রাথমিক দল বলতে আমরা বুঝি এমন এক মুখোমুখি দল যেখানে আমরা পরম্পর নিবিড়ভাবে আবশ্য থাকি।' কার উক্তি? |জ্ঞান|  
 ক. সি এইচ কুলি খ. জি ডি এইচ কোল  
 গ. বোগার্ডস ঘ. ম্যাকাইভার
৫৫. প্রাথমিক দলকে 'The nursery of human nature' বলে অভিহিত করেছেন কে? //বিস্তুর গল্প

- অইডিয়াল স্যারবেটারি ইনসিটিউট, ঢাকা।  
 ক. ডিব্রিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার খ. এইচ এইচ পার্লম্যান  
 গ. সি এইচ কুলি ঘ. ম্যারি রিচমন্ড
৫৬. প্রাথমিক ও গোপ দলের মধ্যবর্তী দলকে কী বলে? |জ্ঞান|  
 ক. দীর্ঘস্থায়ী দল খ. ক্ষণস্থায়ী দল  
 গ. প্রাতিষ্ঠানিক দল ঘ. অনুর্বর্তী দল
৫৭. সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্যের মাঝে রয়েছে— |অনুধাবন|  
 i. সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য  
 ii. পারম্পরিক সম্পর্ক iii. নির্দিষ্ট দলীয় কাঠামো  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৮. সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দলীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের কাজ হলো— |অনুধাবন|  
 i. দলকে আলাদা সভা দান করা  
 ii. দলের সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা  
 iii. দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫৯. প্রাথমিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— |অনুধাবন|  
 i. ব্যক্তিগত জীবনযাপনের সাথে সংযুক্ত  
 ii. অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত ও সীমিত  
 iii. সামাজিক সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৬০. গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে কোন পদ্ধতি? |জ্ঞান|  
 ক. ব্যক্তি সমাজকর্ম খ. দল সমাজকর্ম  
 গ. সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন  
 ঘ. সামাজিক প্রশাসন
৬১. দলীয় সদস্যদের পারম্পরিক মিথিক্যাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করাকে কী বলে? |জ্ঞান|  
 ক. দল ও ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া  
 খ. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া  
 গ. ব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া  
 ঘ. সমষ্টি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া
৬২. সমাজকর্মী ও দল উভয়ে পরম্পরাকে কীভাবে প্রছন্দ করবে তার ওপর কোনটি নির্ভরশীল? |উচ্চতর সুষ্ঠা|  
 ক. ব্যক্তি সম্পর্ক খ. কর্মী সম্পর্ক  
 গ. ব্যক্তি-দল সম্পর্ক ঘ. কর্মী-দল সম্পর্ক

৬৩. জনাব শিহাব এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যার নীতি ও কাঠামো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা সম্ভব। এটি দলের কোন নীতিকে ধারন করেছে? [প্রয়োগ]  
 ১. নমনীয় কার্যসংস্থান নীতি  
 ২. মূল্যায়ন নীতি  
 ৩. দলের আঞ্চনিয়ত্বণ অধিকার নীতি  
 ৪. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি ক
৬৪. অনেক মতামত বা প্রস্তাব গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানে সদস্যদের চিন্তা-চেতনার অনুশীলনকে প্রশংসন করা দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার কোন ধাপের মূল লক্ষ্য? [অনুধাবন]  
 ১. সমস্যা সন্নির্দিষ্টকরণ  
 ২. সমস্যা বিশ্লেষণ  
 ৩. সম্ভাব্য সমাধান নির্ধারণ  
 ৪. সর্বোত্তম সমাধান নির্বাচন ১
৬৫. 'যখন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত ও দলীয় উন্নয়নে, দলীয় মিথস্ক্রিয়াকে সচেতনভাবে পরিচালিত করে তখন দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ার এ সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেন?' [জ্ঞান]  
 ১. ওয়াল্টার এ ক্রিডল্যান্ডার  
 ২. আর্ল ইউব্যাংক  
 ৩. এইচ বি ট্রেকার  
 ৪. রবার্ট ডি. ডিস্টার ১
৬৬. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় কোনটির মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের কার্যকর ও গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়ায় ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হয়? [জ্ঞান]  
 ১. উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে  
 ২. আপোষমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে  
 ৩. প্রতিশোধমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে  
 ৪. প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১
৬৭. দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় দলীয় সমাজকর্মীর সাহায্যার্থীকে সেবাদানের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ বা ধাপ হবে কোনটি? [অনুধাবন]  
 ১. অনুসন্ধান ২ ২. সমস্যা নির্ণয়.  
 ৩. সমাধান ১ ৪. মূল্যায়ন ১
৬৮. দলীয় কর্মকাণ্ডে কার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? [প্রমিলিস্সি সরকারি মহিলা অঙ্গ অনুষ্ঠান]  
 ১. সাহায্যার্থী ১ ২. সমষ্টি সমাজকর্মীর  
 ৩. বাস্তি সমাজকর্মীর ১ ৪. দল সমাজকর্মীর ১
৬৯. দল সমাজকর্ম সমাধান বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]  
 ১. দলের স্পরিকল্পিত গঠন ও বিকাশ  
 ২. পারম্পরিক মিথস্ক্রিয়া নির্মাণ  
 ৩. দলীয় কর্মসূচি নির্মাণ ও বাস্তবায়ন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. ১ ও ২ ১ ২. ১ ও ৩ ১ ৩. ২ ও ৩ ১ ৪. ১, ২ ও ৩ ১
৭০. দল সমাজকর্মে দলের আঞ্চনিয়ত্বণের অধিকার

নীতিতে সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো—  
 /কাস্টেক্সট অঙ্গ/

- নিজের মতামত দলের ওপর চাপাবেন না
  - নিজের মতামত দলকে মানতে বাধ্য করবেন
  - সকল ধরনের সিদ্ধান্ত এবং দলকে সহায়তা করবেন
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ১ ও ২ ১ ২. ১ ও ৩ ১ ৩. ২ ও ৩ ১ ৪. ১, ২ ও ৩ ১

★★ দল সমাজকর্মীর ভূমিকা, দল সমাজকর্মের  
 প্রয়োগক্ষেত্র

৭১. দল সমাজকর্মী দলের সকলের মতামত ও পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কৌন্তের ভূমিকায় অবরীৎ হয়? [জ্ঞান]

- পেশাদার সমাজকর্মীর
- উন্নয়নকর্মীর
- পর্যবেক্ষণকারীর ১ ৪. সংগঠকের

৭২. দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পদ খুঁজে বের করে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের নিষ্ঠয়তা দান করে দলকে সহায়তা করা কার অন্যতম কাজ? /বাংলা সরকারি অঙ্গ/  
 ১. দলীয় সদস্যদের ১ ২. দল সমাজকর্মীর  
 ৩. সমাজবিজ্ঞানীর ১ ৪. মনোবিজ্ঞানীর ১

৭৩. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে কীভাবে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন করা যায়? [অনুধাবন]

- পরিকল্পিত দল গঠন করে
- চাগসই পদ্ধতি প্রয়োগ করে
- কুসংস্কার দূরীভূত করে
- শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে

৭৪. সমাজকর্মী নিলা মহিলাদের নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে উৎপাদনমূলী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি দল সমাজকর্মের কোন ধরনের কাজ? [প্রয়োগ]

- মহিলাবিষয়ক ১ ২. গঠনমূলক  
 ৩. নারী কল্যাণমূলক ১ ৪. পুনর্বাসনমূলক ১

৭৫. দল সমাজকর্মী যোভাবে দলীয় আন্তর্ক্ষিয়া করে থাকেন—চিকিৎস দক্ষতা।

- সদস্যদের মাঝে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে
  - দলের সদস্যদের মধ্যে Follow-feeling সৃষ্টি করে
  - দলের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে
- নিচের কোনটি সঠিক?

- ১ ও ২ ১ ২. ১ ও ৩ ১ ৩. ২ ও ৩ ১ ৪. ১, ২ ও ৩ ১

৭৬. মানব সম্পদ উন্নয়নে দল সমাজকর্মের প্রয়োগ হতে পারে—[অনুধাবন]

- পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠনের মাধ্যমে
- সদস্যদের কারিগরি ও ভূতিমূলক শিক্ষা প্রদান করে
- ক্ষেত্র খন প্রদানের মাধ্যমে

- নিচের কোনটি সঠিক?

- ১ ও ২ ১ ২. ১ ও ৩ ১ ৩. ২ ও ৩ ১ ৪. ১, ২ ও ৩ ১

নিচের অনুচ্ছেদটি পঠো এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:  
ফরহাদ একটি দলের সদস্য। কিন্তু সে দলের সদস্যদের সাথে মানিয়ে চলতে পারছে না। এক্ষেত্রে জনাব 'ক' তাকে সাহায্য করেন। এছাড়া জনাব 'ক' দলের সদস্যদের যোগাতা ও অগ্রহের ওপর ভিত্তি করে সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দেন।

৭৭. জনাব 'ক' এর সাথে নিচের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]  
 (ক) শিক্ষক (খ) চিকিৎসক  
 (গ) আইনজীবী (ঘ) দল সমাজকর্মী

৭৮. জনাব 'ক' এর ভূমিকা— [চিত্তের দক্ষতা]  
 i. দলীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে  
 ii. দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে  
 iii. দলের মধ্যে বিশ্বালা সৃষ্টি করবে

নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ সমষ্টি ও সমষ্টির প্রকৃতি, সমষ্টি সমাজকর্ম ও এর শ্রেণিবিভাগ

৭৯. 'জনসমষ্টি' বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যার সদস্যগণ দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে একই ভৌগোলিক এলাকার অংশীদার।' সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [জ্ঞান]  
 (ক) আর এম ম্যাকাইভার (খ) টি পারসন

৮০. সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলা, চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের জন্যে সমাজকর্ম যে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা চালায় তাকে কী বলে? [জ্ঞান]  
 (ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম (খ) দল সমাজকর্ম  
 (গ) সমষ্টি সমাজকর্ম (ঘ) সমাজকর্ম প্রশাসন

৮১. 'জনসমষ্টি সংগঠন' হচ্ছে এমন একটি সমাজকর্ম প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ভৌগোলিক এলাকায় সমাজকল্যাণ প্রয়োজন ও সম্পদের মাঝে ফলপ্রসূ সামাজিক বিধান করা হয়।' কে বলেছেন? [জ্ঞান]  
 (ক) আর এম ম্যাকাইভার  
 (খ) আর্থার ডানহাম (গ) ড্রিট এ ক্রিটল্যান্ডার  
 (ঘ) মারি জি রস

৮২. অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুসংগঠিত সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয় কোনটি? [চোট মুক্তিসহ সম্পর্ক ক্ষেত্রে চোটের চোটে]  
 (ক) সমষ্টি সংগঠন (খ) সমষ্টি উন্নয়ন  
 (গ) ব্যক্তি সমাজকর্ম (ঘ) দল সমাজকর্ম

৮৩. 'Community Organization; Theory and Practice' প্রস্তুতি কার? [সামগ্র্য কর খন সুস এজ অসেজ ডেভেলপ চার্চ]  
 (ক) M G Ross (খ) Biestek  
 (গ) Gordon Hamilton (ঘ) Henry S Mass

৮৪. কোন সমষ্টির উন্নয়ন নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত? [জ্ঞান]  
 (ক) স্থানীয় (খ) দলীয়  
 (গ) জাতীয় (ঘ) আন্তর্জাতিক

৮৫. কোনটির মাধ্যমে উন্নত ও সুস্থি সমাজ গঠন করা সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য? [দলিয়া কলেজ চার্চ]  
 (ক) সুসংগঠিত সেবার মাধ্যমে

(খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে  
 (গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে  
 (ঘ) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে

৮৬. সমষ্টি সমাজকর্মের অংশগ্রহণ নীতি হল— [বর্ণনা]  
 সরকারি কর্মীর কলেজ/

(ক) সমষ্টির উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনতার অংশগ্রহণ  
 (খ) সমষ্টির উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে জনতার অংশগ্রহণ

(গ) সমষ্টির উন্নয়নে ঘরে বসে থাকা  
 (ঘ) সমষ্টির প্রয়োজনের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া

৮৭. কোন সমষ্টির উন্নয়ন নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত? [চোট মুক্তিসহ সম্পর্ক এজেন্সি এজেন্সি চোটে]  
 (ক) স্থানীয় (খ) দলীয়

(গ) জাতীয় (ঘ) আন্তর্জাতিক

৮৮. সমষ্টি সমাজকর্মের বিশেষ কাজ হলো— [জ্ঞানবন্দনা]  
 i. সমষ্টির প্রয়োজন ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

ii. সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা  
 iii. কার্যক্রমভিত্তিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮৯. আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্যে বর্তমানকালে সমষ্টি উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়— [জ্ঞানবন্দনা]  
 i. অনুন্নত দেশসমূহে ii. উন্নয়নশীল দেশসমূহে  
 iii. উন্নত দেশের অনুন্নত এলাকায়

নিচের কোনটি সঠিক?  
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ সমষ্টি সমাজকর্মের উপাদান ও সাধারণ নীতিমালা

সাহায্যনির্ভর সেবাদান কার্যক্রম পরিচালনা করে কোনটি? [জ্ঞান]

(ক) গোণ প্রতিষ্ঠান (খ) সরকারি প্রতিষ্ঠান  
 (গ) মুখ্য প্রতিষ্ঠান (ঘ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৯১. সমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য স্থানীয় জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় নাম কী? [জ্ঞান]  
 (ক) সমষ্টি সংগঠন (খ) সমষ্টি সমাজকর্ম

(গ) সমষ্টি উন্নয়ন (ঘ) দল সমাজকর্ম

৯২. কোন নীতির মাধ্যমে সকল সমষ্টি ও সমষ্টির সকল জনগণের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দান করা হয়? [জ্ঞান]  
 (ক) সমষ্টির স্বাতন্ত্র্যকার নীতি

(খ) আর্থনৈয়ন্ত্রণাধিকার নীতি  
 (গ) যোগাবোগ নীতি

(ঘ) মর্যাদার স্বীকৃতি দান নীতি

৯৩. দিলারা জামান সমষ্টির জনগণের বিভিন্ন কর্মসূচিতে পারম্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করতে কাজ করছেন। তিনি কোন নীতি অনুসরণ করেছেন— [জ্ঞান] ১  
 ১. সকলের অংশগ্রহণ নীতি  
 ২. সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি  
 ৩. সমান সুযোগের নীতি  
 ৪. সমহয় সাধন নীতি
৯৪. সমাজকর্মী বিভিন্ন সংস্থা হতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে কাজ করে থাকে— [অনুধাবন] ১  
 i. সমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়নে  
 ii. সদস্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে  
 iii. পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii
৯৫. সমষ্টি সংগঠন হলো সুপরিকল্পিত ও সুচিত্তিতভাবে— [অনুধাবন] ১  
 i. কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় জনগণের চাহিদা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া  
 ii. সমষ্টি সম্পদের মাঝে সুসামঝস্য বিধানের প্রক্রিয়া  
 iii. কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের প্রক্রিয়া  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii
৯৬. সকলের অংশগ্রহণ নীতির প্রয়োগ করা হয়— [অনুধাবন] ১  
 i. উন্নয়ন ও সেবামূলক তৎপরতার ক্ষেত্রে  
 ii. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে  
 iii. সমাজের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii
- ★★ সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্রিয়া, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র
৯৭. *Case Histories in Community Organization* ' গ্রন্থটি কার? [জ্ঞান] ১  
 ১. M G Ross ২. W A Friedlander  
 ৩. H H Perlman ৪. Marty Richmond
৯৮. অনুমত ও স্বীকৃত সমাজের পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া হলো— [জ্ঞান] ১  
 ১. দল সমাজকর্ম ২. সমষ্টি সংগঠন  
 ৩. সমষ্টি উন্নয়ন ৪. সামাজিক কর্মকূম
৯৯. কোনো সমাজবন্ধ বিষয়ের প্রণালীবন্ধ অনুসন্ধানকে কী বলে? [জ্ঞান] ১
১০০. যে সমষ্টির জনগণ তাদের সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত কিন্তু সমস্যার সংঘর্ষে কারণ ও সমাধান সম্পর্কে অজ্ঞ সেখানে কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়? [জ্ঞান] ১  
 ১. একক প্রক্রিয়া  
 ২. বহুমুখী প্রক্রিয়া  
 ৩. উদ্বাবনমূলক প্রক্রিয়া  
 ৪. পরিকল্পনামূলক প্রক্রিয়া
১০১. 'Introduction to Social Welfare' গ্রন্থটির লেখক কে? [জ্ঞান] ১  
 ১. গ্রাহাম্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার  
 ২. আর্থার ডানহাম  
 ৩. মারি জি রস ৪. এইচ বি ট্রেকার
১০২. সমষ্টিতে কর্মবর্ত ব্রাহ্ম্য ও কল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের ফেডারেশন কোনটি? [জ্ঞান] ১  
 ১. বিশেষ সামাজিক সংস্থা  
 ২. সামাজিক সেবা বিনিময়  
 ৩. সমষ্টি কল্যাণ কাউন্সিল  
 ৪. কমিউনিটি চেস্ট
১০৩. 'Social Organization' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান] ১  
 ১. পেঙ্গার্ড কনজু চার্চ  
 ২. সমাজবিজ্ঞানী কুলি ৩. সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ  
 ৪. সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার  
 ৫. এলিজাবেথ নিকোলডস
১০৪. চিন্তবিনোদনমূলক কাজের উন্নয়ন, পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি, শিশুদের জন্যে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি কোন সংগঠনের কাজ? [জ্ঞান] ১  
 ১. প্রতিবেশী কাউন্সিল ২. কমিউনিটি চেস্ট  
 ৩. সমন্বয় কাউন্সিল ৪. সমাজসেবা বিনিময়
১০৫. আন্তর্সম্পদ প্রক্রিয়ার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— [অনুধাবন] ১  
 ১. কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিবর্তে সমষ্টি জনগণের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত  
 ২. নিজস্ব প্রকরণ গড়ে তোলার ক্ষমতা ও দক্ষতা সৃষ্টি  
 ৩. সমষ্টিতে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii
১০৬. সংস্কারমূলক প্রক্রিয়ার ইতিবাচক দিক হলো— [অনুধাবন] ১  
 ১. জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে বিভিন্ন কর্মসূচির অনুকূলে আনা  
 ২. কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ  
 ৩. সহযোগিতা নিশ্চিত করা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ১. i ও ii ২. i ও iii ৩. ii ও iii ৪. i, ii ও iii

১০৭. কমিউনিটি চেস্টের কাজ হলো— [অনুধাবন]

- i. এর মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করা হয়
  - ii. প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন সংস্থায় আহরিত সম্পদ বর্টন করা হয়
  - iii. আহরিত সম্পদ বিশেষ দলের মাঝে বর্টন করা হয়
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

★★ সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্ক, প্রশাসন ও সমাজকর্ম প্রশাসনের ধারণা, সমাজকর্ম প্রশাসনের উপাদান ও গুরুত্ব

১০৮. সাধারণত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমস্যার কার্যকর সমাধানের প্রচেষ্টা চালায় নিচের কোনটি? [জ্ঞান]

- (ক) সমাজকল্যাণ (খ) সমাজকর্ম (গ) পৌরনীতি (ঘ) সমাজবিজ্ঞান (ঞ)

১০৯. 'সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সামাজিক সেবায় বৃপ্তিরের এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার আলোকে সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হয়।' সংজ্ঞাটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) ডিইউ এ ফিল্ড্যাভার (খ) সি এইচ কুলি (গ) জন সি কিডনি (ঘ) এইচ বি ট্রেকার (ঞ)

১১০. সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান, দর্শন, নীতি ও কৌশলের আলোকে কী গড়ে উঠে? [জ্ঞান]

- (ক) সামাজিক গবেষণা (খ) সামাজিক কার্যক্রম (গ) সমাজকর্ম প্রশাসন (ঘ) সামাজিক আন্দোলন (ঞ)

১১১. সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো— [জ্ঞান]

- (ক) সামাজিক গবেষণা (খ) সমাজকর্ম প্রশাসন (গ) সামাজিক জরিপ (ঘ) সামাজিক কার্যক্রম (ঞ)

১১২. সমাজকল্যাণ প্রশাসন জনগণের কল্যাণে সমবেত

কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে— [অনুধাবন]

- i. সামাজিক নীতির আলোকে
- ii. আইনের আলোকে
- iii. দলীয় নীতির আলোকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

১১৩. সমাজকর্ম প্রশাসন প্রয়োজন — /ক্ষতি লক্ষ দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল।

- i. সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে
- ii. পরিকল্পনা প্রণয়নে
- iii. মৌল ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

১১৪. সমাজকর্ম এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠানের যেসব কাজ সৃষ্টিভাবে সম্পাদনের জন্যে প্রশাসনের ভূমিকা ব্যাপক তা হলো— [অনুধাবন]

- i. পরিকল্পনা ও সম্পদ বর্টন
- ii. লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি নির্ধারণ
- iii. নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii (ঞ)

নিচের অনুজ্ঞেন্দটি পতে ১১৫ ও ১১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সৃষ্টিভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য পেশাদার সমাজকর্মের একটি পদ্ধতি সেখানে বিদ্যমান রয়েছে। পদ্ধতিটির বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হলো পরিকল্পনা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান, প্রেষণ দান ইত্যাদি।

১১৫. অনুজ্ঞে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? [গ্রন্থাবলী]

- (ক) সমাজকল্যাণ প্রশাসন
- (খ) সমাজকর্ম গবেষণা

(গ) সামাজিক কার্যক্রম (ঘ) দল সমাজকর্ম

১১৬. উক্ত পদ্ধতির উল্লিখিত কাজের মাধ্যমে 'ক'

প্রতিষ্ঠানের — [উচ্চতর নথিতা]

- i. কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে
- ii. কর্মচারীরা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে
- iii. কর্মচারীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ সম্পাদন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★★ সামাজিক কার্যক্রম, সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান, সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া, সামাজিক কার্যক্রমের গুরুত্ব

১১৭. সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সামাজিক আইন বা সামাজিক প্রশাসনকে প্রভাবিত করে সামাজিক অগ্রগতি অর্জন এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংগঠিত দলীয় প্রচেষ্টা।' কার সংজ্ঞা? [জ্ঞান]

- (ক) ডিগ্রিউ এ ফিল্ডল্যাভার
- (খ) কেনেথ প্রে
- (গ) নরম্যান এ পোলানস্কি

(ঘ) ম্যারি বিচম্প্র

১১৮. ডিগ্রিউ এ ফিল্ডল্যাভারের মতে সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান কয়টি? [জ্ঞান]

- (ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

১১৯. কোনটি সামাজিক আন্দোলনের প্রধান উপাদান? [জ্ঞান]

- (ক) সুসংগঠিত সামাজিক কার্যক্রম

- (খ) সুসংগঠিত সমিলিত কার্যক্রম

- (গ) সুসংগঠিত দলীয় কার্যক্রম

- (ঘ) সুসংগঠিত ব্যক্তিগত কার্যক্রম

(ঘ)

১২০. 'Social Work Year Book' এ সামাজিক কার্যক্রমের কয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছে? [সাহায্যাদী সরকারি জনসংঘ পত্র]

- (ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

(ঘ)

১২১. সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় গবেষণার প্রথম ও প্রধান কাজ কী? [জ্ঞান]

- (ক) জনগণকে সচেতন করা

- (খ) পরিকল্পনা গ্রহণ করা

- (গ) কুসংস্কার দূর করা

- (ঘ) সমস্যা সম্পর্ক সার্বিক অনুসন্ধান করা

(ঘ)

১২২. কোন স্তরে সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সফলতা বা বিফলতা নির্ণয় করা হয়? [জ্ঞান]

- (ক) সমস্যা চিহ্নিতকৰ্ত্তা (খ) গবেষণা

- (গ) কার্যকরণ স্তর (ঘ) মূল্যায়ন

(ঘ)

১২৩. সামাজিক কার্যক্রমের সাথে নিচের কোনটি অধিক সম্পর্কযুক্ত? /অক্তৃত নথি সে হস্তাবস্থার বিপর্যয়।

- (ক) সমাজসেবা (খ) সামাজিক আন্দোলন

- (গ) সমষ্টি উদ্যোগ (ঘ) সামাজিক দল

(ঘ)

১২৪. ডিগ্রিউ এ ফিল্ডল্যাভারের মতে সামাজিক কার্যক্রমের উপাদান হলো— [ওমুখবরণ]

- i. সুসংগঠিত দলীয় কার্যক্রম

- ii. সমিলিত প্রচেষ্টা iii. সামাজিক প্রচেষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

(ঘ)

১২৫. যেসব বিষয় সম্পর্কে জনগণকে সোজার করে জনমত সৃষ্টি করতে সামাজিক কার্যক্রম ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তা হলো—  
[অনুধাবন]

- i. স্ফটিকর ও অবাস্তুত প্রথা
- ii. রীতি-নীতি
- iii. প্রতিষ্ঠান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৬. সমাজকর্মীরা যেসব কৌশলের মাধ্যমে সমস্যার মূল উৎপাটনে সামাজিক শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]

- i. মতবিরোধমূলক
- ii. যুক্তিপূর্ণ আলোচনা
- iii. পক্ষ সমর্থন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১২৭ ও ১২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সমাজকর্মের একটি ধারাবাহিক ও সুশব্দল পন্থতি রয়েছে। পন্থতিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে অবহেলিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করা। এছাড়া নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ, মাদকাস্তি প্রভৃতি দূর করার জন্যেও পন্থতিটি কাজ করে থাকে।

১২৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত পন্থতিটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? [ক্ষেত্র]

- (ক) সামাজিক কার্যক্রম
- (খ) দল সমাজকর্ম
- (গ) সমষ্টি উন্নয়ন
- (ঘ) ব্যক্তি সমাজকর্ম

১২৮. উন্নত পন্থতির কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্ভব— [উত্তর দাবতা]

- i. আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা
- ii. নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করা
- iii. দারিদ্র্য দূর করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★ গবেষণা ও সামাজিক গবেষণা, সমাজকর্ম গবেষণা ও এর ধাপসমূহ, গবেষণা প্রস্তাবনা, সমাজকর্মের মৌলিক এবং সহায়ক পন্থতির পারস্পারিক সম্পর্ক

১২৯. 'গবেষণা হলো স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থতি প্রয়োগ করে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত কাঠামোগত অনুসন্ধান।' উন্নিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) Marry E Macdonald
- (খ) W. A. Friedlander
- (গ) Richard M Grinnell, Jr
- (ঘ) Arthur Dunham

গ

১৩০. গবেষণা হলো— /সকল ক্ষেত্র-২০১০/

- (ক) কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো কিছু খোজা
- (খ) হারিয়ে বাওয়া গরু অনুসন্ধান
- (গ) এলোপাথাড়ি খোজাখুজি
- (ঘ) বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধারাবাহিক অনুসন্ধান

ঘ

১৩১. 'সামাজিক গবেষণা তথ্য সংগ্রহের সাথে সংগ্রাহ যা সমাজের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে।' উন্নিটি কার? [জ্ঞান]

- (ক) Pauline V Young
- (খ) Kenneth D Bailey
- (গ) WA Friedlander
- (ঘ) John L Hill

ঘ

১৩২. 'গবেষণা হচ্ছে এমন এক সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান যা প্রচলিত জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রচারযোগ্য এবং যাচাইযোগ্য জ্ঞান দ্বারা সম্পৃক্ষণী করে' — গবেষণা সম্পর্কিত এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন? [জ্ঞান]

- (ক) নরম্যান এ পোলানস্কি
- (খ) আর্নেস্ট গ্রিনউড
- (গ) পলিন ডি ইয়ং
- (ঘ) ড্রিউট এ ফ্রিডল্যান্ডার

১৩৩. সমাজকর্ম গবেষণার প্রথম ধাপ কোনটি? /জ অনুসন্ধানক মিটিনিসিল্যান কলেজ, ব্যোগ/

- (ক) তথ্য সংগ্রহ
- (খ) সমস্যা নির্বাচন
- (গ) তথ্য বিশ্লেষণ
- (ঘ) গবেষণার নকশা প্রণয়ন

১৩৪. সমাজকর্ম গবেষণার উৎপত্তি কী থেকে? [জ্ঞান]

- (ক) কৌতৃহল থেকে
- (খ) প্রেমণা থেকে
- (গ) সমাজকর্মের অনুশীলন থেকে
- (ঘ) সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন থেকে

১৩৫. সমাজকর্ম পেশা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য গোপন করে অনুসন্ধান করে কীভাবে? /দলিল অনুসন্ধান, চার্চ/

- (ক) গবেষণার মাধ্যমে
- (খ) সেবার মাধ্যমে
- (গ) আলোচনার মাধ্যমে
- (ঘ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

১৩৬. সাধারণত সামগ্রিক গবেষণা কার্যের প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে? [জ্ঞান]

- (ক) গবেষণা প্রস্তাবনা
- (খ) গবেষণার ধাপ
- (গ) গবেষণার উপাদান
- (ঘ) গবেষণার নীতিমালা

১৩৭. সমাজকর্মের লক্ষ্য বহুলাখণ্শে নির্ধারিত হয় বৈজ্ঞানিক বিবেচনার পরিবর্তে—[উচ্চতর দক্ষতা]

- (ক) সমাজকর্মের যুক্তির আওতায়
- (খ) সমাজকর্মের দর্শনের আওতায়
- (গ) সমাজকর্মের মূল্যবোধের আওতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

১৩৮. সমাজকর্ম গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অধিক যৌক্তিক পদ্ধতি হলো— /কার্মিন্সুর অস-বেরা কলেজ, রংপুর/

- i. সামাজিক জরিপ পদ্ধতি
- ii. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
- iii. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

১৩৯. সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা বহুলাখণ্শে নির্ভর করে

সহায়ক পদ্ধতি বিশেষ করে— [অনুধাবন]

- i. সামাজিক গবেষণার ওপর
- ii. সামাজিক প্রশাসনের ওপর
- iii. ব্যক্তি সমাজকর্মের ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) i ও iii
- (গ) ii ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৪০ ও ১৪১ নং প্রশ্নের

উত্তর দাও:

সামাজিক গবেষণার একটি সংস্করণ রয়েছে।  
সংস্করণটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা ও তার প্রতিকার  
সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করে।

১৪০. অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংস্করণটি নিচের কোনটির ইঙ্গিত

বহন করে? প্রয়োগ

- (ক) গবেষণা
- (খ) সমাজকর্ম গবেষণা
- (গ) দল সমাজকর্ম
- (ঘ) সামাজিক কার্যক্রম

১৪১. উক্ত সংস্করণের মাধ্যমে— [উচ্চতর দক্ষতা]

- i. ব্যক্তি ও দলের সমস্যা সমাধান সহজ হবে
- ii. সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে
- iii. সমষ্টির উন্নয়ন তুরাবিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
- (খ) ii ও iii
- (গ) i ও iii
- (ঘ) i, ii ও iii